NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ মেসিকে ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলবে আর্জেন্টিনা

অবশেষে বাংলাদেশে হচ্ছে না মহিলাদের টি-টোয়িন্টি বিশ্বকাপ ৮

কলকাতা ২১ অগস্ট ২০২৪ ৪ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.08.2024, Vol.18, Issue No. 72, 8 Pages, Price 3.00

আরজি কর-কাণ্ড: সুপ্রিম নিশানায় রাজ্য-পুলিশ, সিবিআইয়ের কাছে স্ট্যাটাস রিপোর্ট তলব

মৃত্যু পরবর্তী তদন্ত ঘিরে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নবাণ

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যা মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে শীর্ষ আদালতের একগুচ্ছ প্রশ্নের মুখে দুঁদে আইনজীবীরা। কেন প্রথমে আত্মহত্যা বলা হল, কেন এফআইআর দায়ের করতে এত দেরি, নির্যাতিতার নাম-ছবি কীভাবে প্রকাশ্যে এল? কেনই বা হাসপাতালে ডাক্তারদের জন্য ন্যূনতম আলাদা বিশ্রামকক্ষ থাকবে না? মঙ্গলবার শুনানির শুরুতেই এমন সব প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। বৃহস্পতিবারের মধ্যে সিবিআই-এর কাছে স্ট্যাটাস রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। ওইদিনই মামলার পরবর্তী শুনানি। ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বিচারপতিরা। তাঁদের মন্তব্য, 'এমন ঘটনায় আমরা বসে থাকতে পারি না, কিছু একটা করতে হবে।' বিচারপতিদের বক্তব্যে স্পষ্ট, গোটা ঘটনাকে যেভাবে প্রশাসন তুলে ধরেছে, তাতে তাঁরা বিরক্ত।

এই মামলায় রাজ্যের তরফে আইনজীবী হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করছেন বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবল। তাঁকেই একাধিক প্রশ্ন করে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ। প্রশ্ন ওঠে, রাত ৮.৩০এ মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে ছাড়া হল, ১১.৪৫এ এফআইআর কেন? তাতে সিবলের জবাব, নানা আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে দেরি হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয় আরজি করে হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষের ভূমিকা নিয়েও। তিনি কী করছিলেন? পদত্যাগের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই কীভাবে নতুন পদে বসতে পারেন? তাঁকে নিয়ে রাজ্যই বা কী পদক্ষেপ নিচ্ছে? এসব জানতে চান বিচারপতিরা। সিবলের পালটা সওয়াল, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল খবর ছড়াচ্ছে, তাতে মানুষ বিভ্রান্ত। তাই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নিয়ন্ত্রণ করা হোক।

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও কড়া ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচারপতিরা। এদিনের শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সওয়াল করেন, ডিআইজি-কে অবিলম্বে অপসারিত করতে হবে। এছাড়া আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকদের আন্দোলনে মাঝরাতে যে হামলা ঘটল, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কারা চালাল হামলা? তা নিয়ে তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশ। তার স্ট্যাটাস রিপোর্টও চেয়েছে শীর্ষ আদালত। আগামী ২২ অগস্টের মধ্যে তা দিতে হবে।

'কেন ছড়িয়ে পড়ল নির্যাতিতার দেহের ছবি?'

নয়াদিল্লি আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর প্রায় দেড় সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মাধ্যমে সামনে এসেছে নির্যাতিতার নাম। ছড়িয়ে পড়েছে ছবিও। তা নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। কার্যত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'নির্যাতিতার নাম ও ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকী ময়নাতদন্তের আগের ও পরের ভিডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দেহ দেখা যাচ্ছে। একটা প্যারামিটার আছে, সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইনও আছে। তারপর কীভাবে এটা হল?' প্রধান বিচারপতির প্রশ্নের মুখে আইনজীবী (রাজ্য সরকারের তরফে) কপিল সিবল বলেন, 'পুলিশ যাওয়ার আগেই ছবি তোলা হয়েছে। আমরা পুরো জায়গাটা ঘিরে রেখেছিলাম।' এদিন প্রধান বিচারপতি বলেন, 'একজন তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে, তাঁকে এইটুকু মর্যাদা দেওয়া উচিত।' এছাড়া আরজি করে যে ঘটনা ঘটেছে, তা ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়।

চিকিৎসকদের সুরক্ষায় জাতীয় টাস্ক ফোর্স তৈরির নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের মতো ঘটনা গোটা দেশে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। মঙ্গলবার এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুরুতেই এর ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। তাঁদের পর্যবেক্ষণ, এটা শুধু কলকাতারই নয়, হায়দরাবাদ, আমদাবাদ, বিহার-সহ নানা জায়গায় ডাক্তাররা আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এই টাস্ক ফোর্স তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দেবে শীর্ষ আদালতে। জাতীয় টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে থাকবেন কেন্দ্রীয় সচিবরা।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানির কিছুক্ষণের মধ্যে জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্র। কীভাবে, কাদের নিয়ে তা তৈরি হবে, তাও ঠিক করে দিয়েছেন বিচারপতিরা। প্রধান বিচারপতির পরামর্শ , সার্জন (ভাইস অ্যাডমিরাল) আর সারিন, ডাঃ ডি নাগেশ্বর রেড্ডি, ডাঃ এম শ্রীনিবাস, ডাঃ প্রতিমা মূর্তি, ডাঃ গোবর্ধন দত্ত পুরী, ডাঃ সৌমিত্র রাওয়াত, ডাঃ পদ্ম শ্রীবাস্তব (নিউরোলজিস্ট, এইমস), অধ্যাপক অনিতা সাক্সেনা (প্রধান কার্ডিওলজিস্ট, এইমস), অধ্যাপক পল্লবী সাপ্লে (ডিন, গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজ, মুম্বই), এছাড়া জাতীয় টাস্ক ফোর্সের তত্ত্বাবধানে থাকুন কেন্দ্রীয় সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিব, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের চেয়ারম্যান, ন্যাশনার বোর্ড অফ এক্সামিনারসের প্রেসিডেন্ট।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যবিভাগের সচিবদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য , কোথায় কত নিরাপত্তাবাহিনী, হাসপাতালগুলিতে কটি বিশ্রামকক্ষ, কী কী সুবিধা পাওয়া যায় রেস্ট রুমে, গোটা হাসপাতাল চত্বর সিসিটিভির আওতায় কি না, হাসপাতালের ভিতরে বা বাইরে পুলিশ ফাঁড়ি আছে কি না, এসব তথ্য নথিভুক্ত করে কেন্দ্রকে দিতে হবে। কেন্দ্রের তরফে তা হলফনামা আকারে পেশ করা হবে শীর্ষ আদালতে। এ বিষয়ে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মীর নিরাপত্তা অগ্রাধিকার। হাসপাতালে হোক বা ও অন্য কোথাও, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য আলাদা বিশ্রামকক্ষ, শৌচালয় থাকা প্রাথমিক পরিষেবার মধ্যে পড়ে। তা কোনও হাসপাতালে না থাকা দুর্ভাগ্যজনক। এসব খতিয়ে দেখতে হবে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সকে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্বিশেষে কোনও স্বাস্থ্যকর্মীর যৌন হেনস্তা রুখতে হবে। এসব বাদ দিয়ে টাস্ক ফোর্সেরও যদি কিছু পরামর্শ থাকে, তাও জানাতে হবে শীর্ষ আদালতে।

দিল্লি থেকে বাংলাকে আক্রমণ রাজ্যপালের

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: 'রাজ্য সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়েছে বাংলার মানুষ'। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আরজি কর-কাণ্ডের পর সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর মন্তব্য, 'এই ঘটনা সমাজের কাছে সবচেয়ে লজ্জাজনক মুহূর্ত।' শুধু তা-ই নয়, তাঁর নির্দেশে আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে রাজভবনে একটি কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

সাসপেন্ড তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪ অগস্ট রাতে আরজি করে হামলা ও ভাঙচুর চালানোর ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হল কলকাতা পুলিশের দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও একজন ইনস্পেক্টরকে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে খবর। সেদিন রাতে আরজি কর হাসপাতালে হামলার সময় তাঁরা ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় এমন পদক্ষেপ বলে খবর।

স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নিয়ে ব্যাখ্যা প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে মঙ্গলবার মামলার প্রথম শুনানি ছিল। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি চলছিল। হাইকোর্টে মামলা চলাকালীন কেন স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল শীর্ষ আদালত, মঙ্গলবার সেই ব্যাখ্যা দিলেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ মঙ্গলবার জানায়, 'কলকাতার হাসপাতালের এই ঘটনা শুধুমাত্র একটি ভয়ঙ্কর খুনের মামলাই নয়। এটি গোটা দেশের চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও পদ্ধতিগত সমস্যার বিষয়। সেই কারণে মামলাটি হাইকোর্টে শুনানি শুরু হলেও আমরা সিদ্ধান্ত নিই স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার।'

সুপ্রিম কোর্টের মঙ্গলবারের নির্দেশনামায় উঠে এসেছে, হাসপাতালের মধ্যেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর কী ভাবে বার বার হামলার অভিযোগ উঠে এসেছে। নির্দেশনামায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, হাসপাতালগুলি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। চিকিৎসক-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সর্বক্ষণ কাজ করতে হয়। এমন অবস্থায় চিকিৎসাকেন্দ্রের সর্বত্র মানুষের অবাধ প্রবেশ থাকার ফলে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের হিংসার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিছু ঘটনা ঘটলে রোগীর পরিজনদের মধ্যে সেটিকে স্বাস্থ্যকর্মীদের গাফিলতি হিসাবে দেখার ধারণা রয়েছে। এই ধরনের অভিযোগগুলি থেকে তা হিংসার আকার ধারণ করে।

উদাহরণ তুলে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে চিকিৎসকদের উপর হামলার অভিযোগের প্রসঙ্গ। চলতি বছরের মে মাসে বাংলার এক হাসপাতালে দু'জন কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীর পরিজনদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ওই মাসেই প্রসূতিমৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল বিহারের এক হাসপাতালে। হাসপাতাল ভবনের দোতলা থেকে এক নার্সকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। অগস্টেই হায়দরাবাদে এক আবাসিক চিকিৎসক রোগীর পরিজনদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। নির্দেশনামায় আদালত জানিয়েছে, এমন উদাহরণ আরও রয়েছে এবং গোটা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় পদ্ধতিগত সমস্যা রয়েছে। সেই কারণে সুপ্রিম কোর্টকে পদক্ষেপ করতে হয়েছে।

আরজি করে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন নিয়ে বিভ্রান্তি কাটল। বিকেলে শীর্ষ আদালতের ওয়েবসাইটে যে প্রাথমিক নির্দেশনামা দেওয়া হয়েছিল, তাতে এর কোনও উল্লেখ ছিল না। বিভ্রান্তি ছড়ায় সংশ্লিষ্ট সব মহলে। তবে সন্ধ্যার পর ওই ওয়েবসাইটে রায়ের যে কপি আপলোড করা হয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ রয়েছে। প্রাথমিক লিখিত নির্দেশনামায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উল্লেখ না থাকায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে লেখেন, 'আরজি করে কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে না। আগের সিদ্ধান্ত বদল করল সুপ্রিম কোর্ট।' তবে রাজ্যসভায় সিপিএম সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, অনেক সময়ে প্রাথমিক নির্দেশনামায় সার্বিক রায়ের উল্লেখ থাকে না। পরবর্তীতে তা উল্লিখিত হয়। এ ক্ষেত্রেও সংযোজিত প্রতিলিপিতে আরজি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের উল্লেখ রয়েছে।

কর্তব্যরত নার্সকে ধর্ষণ

লখনউ, ২০ অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে যখন গোটা দেশ উত্তাল, ঠিক সেই সময়েই উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের এক বেসরকারি হাসপাতালে রাতের ডিউটিতে থাকা দলিত নার্সকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় তাঁকে সাহায্য করার অভিযোগ উঠেছে এক ওয়ার্ড বয় এবং আরও এক নার্সের বিরুদ্ধে। তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনায় একটি দল গঠন করে চিকিৎসক এবং তাঁর দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহিলার মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে। হাসপাতালটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে।

-বিস্তারিতে দেশের পাতায়

আমলা নিয়োগের সমান্তরাল প্রক্রিয়া বাতিল করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: আমলাদের জন্য বরাদ্দ পদে ল্যাটারাল এন্ট্রি বা সমান্তরাল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা ইউপিএসসিকে মঙ্গলবার চিঠি লিখল কেন্দ্রীয় সরকার। ঘরে-বাইরে প্রবল চাপের মুখে পড়ে বাধ্য হয়েই কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

সংরক্ষণের শর্ত না মেনে কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্মসচিব, উপসচিব ও অধিকর্তা পদে ৪৫ জনকে নিয়োগের প্রক্রিয়া বাতিল করল নরেন্দ্র মোদি সরকার। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ, জন অভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-কে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার কথা জানিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে চিঠি পাঠিয়েছেন।

গত শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের ১০ জন যুগ্মসচিব এবং ৩৫ জন উপসচিব ও অধিকর্তা সরাসরি নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপন বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছেন জিতেন্দ্র। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়া অবশ্যই আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ন্যায় এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বিশেষত, সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিগুলির বিষয়ে।' সেই সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ এবং উন্মুক্ত করার কথাও বলেছেন তিনি।

ওই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরেই কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ পদে সরাসরি নিয়োগ করে খোলাখুলি তপসিলি জাতি, জনজাতি, ওবিসিদের সংরক্ষণের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আরএসএসের মতাদর্শের অনুগামীদের নিয়োগ করতেই এই সিদ্ধান্ত।'

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সোমবার আমলাদের সরাসরি নিয়োগ নিয়ে আপত্তি তোলেন নরেন্দ্র মোদি সরকারের মন্ত্রী তথা এলজেপি (আর) নেতা চিরাগ পাসোয়ানও! তিনি বলেন, 'সরকারি আধিকারিক পদে কোনও রকম সমান্তরাল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আমরা বিরোধী।' সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'সরকারি চাকরিতে যেখানেই যা নিয়োগ হবে, সেখানে সংরক্ষণের বিধি (তপসিলি জাতি-জনজাতি এবং ওবিসি কোটা) মেনে চলতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় অন্যথা হলে আমরা মানব না।'

এরপর দুয়ের পাতায়

হাসপাতালের নিরাপত্তায় এবার প্রাক্তন সেনা ও পুলিশ অফিসার

নয়া পদক্ষেপ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। বাংলার সমস্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, জেলা হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ, সেনা অফিসার, নৌবাহিনী, বায়ুসেনার অফিসার মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার এই মর্মে একটি নির্দেশিকাও জারি করেছেন রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) মনোজ বর্মা। বস্তুত, মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে দেশের হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা পরিকাঠামো জোরদার করার। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের এক চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ এবং খুনের মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চ স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্তদের নিরাপত্তায় টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে।

মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের তরফে জারি হওয়া নোটিসে পুলিশ সুপার এবং কমিশনারদের আবেদন করা হয়েছে, গত ২ বছরের মধ্যে অবসর নেওয়া পুলিশ ইনস্পেক্টর থেকে এসপি, যাঁরা এখনও শারীরিক ভাবে কর্মক্ষম এবং হাসপাতালগুলির নিরাপত্তার তদারকি করতে ইচ্ছুক, তাঁদের সম্পর্কে যেন তথ্য জোগাড় করা হয়। একই ভাবে অবসর নেওয়া সেনা অফিসার, নৌবাহিনীর অফিসার বা বায়ুসেনার অফিসারদেরও একটি তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। ইচ্ছুক সেই অবসরপ্রাপ্ত অফিসার বা কর্মীদের আগামী ২৪ অগস্টের মধ্যে আবেদন করতে হবে। যাঁরা 'সিকিউরিটি অফিসার' কিংবা নিরাপত্তার তদারকির জন্য কাজে যোগ দেবেন, তাঁদের পারিশ্রমিকের বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ বলে জানা গিয়েছে।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন
আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "পুজোর লেখা" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
আমি সহেলী, ইয়াসমীন ১৬/৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Saheli Yasmin ও Soheli Yeasmin উভয়ে একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী
আমি রহিমা বেগম ১৬/৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে রহিমা বেগম ও রহিমা বিবি উভয়ে একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী
আমি অর্পনা তরফদার ৭/৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তেহট্ট কোর্টে এফিডেভিটে অর্পনা তরফদার W/o নয়ন তরফদার এবং অর্পনা মন্ডল D/o অমর মন্ডল সকলে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী
আমি মতিউর রহমান ৩১/৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Md. Yazul Sk ও Yajul Sk উভয়ে একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, Jagmohan Ram son of Late. Fuleswar Ram residing at, Jaigir Ghat Road, 1, Bachhar Para, Paschim Barisha, Thakurpukur, South 24 Pgs, Kolkata-700063 do hereby declare Vide Affidavit No.74059 Dt-12.06.2024 sworn before 1st class Judicial Magistrate Alipore that Hardik Mohan ram is my son and in his Aadhaar card No. 8608 6134 4940 his name was recorded as Hardik Mohan Ram which is his actual name and in his birth certificate No. 0298884 his name has been recorded as Hardik Mohan. In his class-X Final Exam (ICSE), pass certificate and marksheet his name has been wrongly recorded as Hardick Mohan Ram instead of Hardik Mohan Ram. Hardik Mohan Ram, Hardik Mohan and Hardick Mohan Ram is identically one and same person. Henceforth my son's name will be spelt as HARDIK MOHAN RAM.

NOTICE
Sri Sumit Sen, S/O Aurobinda Sen, **Amit Sen**, S/O Arabinda Sen, both resident of Chowk Bazar, Purulia, (Ward no. 13), P.S.+ Dist-Purulia and **Sabyasachi Mukhopadhyay**, S/O Mrityunjoy Mukhopadhyay, Raja Bandh Para, Purulia (Ward No. 10) P.S.+ Dist.-Purulia. On 12/08/2021 we purchased the schedule property being **Deed No. I-3492/21** and **I -3501/21** from **Smt. Sudha Pandey**, who has purchased this property from **Narendra Kumar Pandey** vide **power of attorney deed no IV-45/2020**. After purchase we submitted the deed before BL & LRO, Purulia-I Block for mutation. If there is any objection from any corner of the heirs of **Sudha Pandey and others** may contact with me in my mobile no. mentioned below or O/o BL & LRO, Purulia-I Block within 15 days from the publication of this declaration, else the property will be mutated in our name as per the aforesaid purchase deed. **The details of land:-** District- Purulia, P.S. – Purulia Town PS, Mouza-Ketika, Property recorded in R.S. khatian No. 88, R.S. Plot No. 1060, **area 51.7 decimal**. Out of it sub plot no. 10/A 1katha 15 chhatak 5 sqft (**Sumit Sen & Amit Sen**) and 10/1 2 katha 14 chhatak 25 sqft (**Sabyasachi Mukhopadhyay**)

Sumit Sen (9641133938), Amit Sen (7797792999), Sabyasachi Mukhopadhyay (7001450501)

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে আগষ্ট। বুধ বার। ৫ ই ভাদ্র, দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র দশা বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ শনি। প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : অশুভ শনি। আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী
গত 20/08/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 621 নং এফিডেভিট বলে Arabindu Haldar S/o. Anil Chandra Haldar ও Arabinda Haldar S/o. A. Ch. Haldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী
গত 16/08/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 620 নং এফিডেভিট বলে Sk. Saifur Rahaman S/o. Sk. Abdul Hamid ও Sk. Saifur Rahaman S/o. Abdul Hamid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী
গত 14/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11144 নং এফিডেভিট বলে Prabir Kumar Mallick S/o. Prabhas Chandra Mallick ও Prabir Kr Mallick S/o. Lt. P. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী
গত 12/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10921 নং এফিডেভিট বলে Lakshmi Narayan Mahato S/o. Domi Mahato ও Laxminarayan Mahato S/o. D. Mahato সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী
গত 14/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11143 নং এফিডেভিট বলে Tanmay Kundu Poddar S/o. Satyanarayan Kundu Poddar ও Tanmoy Kundu Poddar S/o. S. N. Kundu Poddar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী
গত 14/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11142 নং এফিডেভিট বলে আমি Samarendra Mukhopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ram Chandra Mukherjee ও Lt. R. Ch. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী
গত 07/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10711 নং এফিডেভিট বলে আমি Angshuman Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ajit Kumar Das ও A. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী
গত 30/05/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 05 নং এফিডেভিট বলে Biplab Kumar Dey S/o. Binoy Prasad Dey ও Biplab Kr. Dey S/o. B. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী
গত 19/06/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 33 নং এফিডেভিট বলে Uttam Ghosh ও Uttam Kanthali S/o. Nirapada Ghosh at Bhoyagachhi, Polba, Hooghly-712148 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

বিজ্ঞপ্তি
আমি শ্রী মন্টু কুমার দাস পিতা শ্রী ভোলানাথ দাস এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমি চুঁচুড়া আদালতে ল'ক্লার্কস শিক্ষানবিশ হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছি। আমি ল'ক্লার্কস লাইসেন্স পাইবার জন্য চেয়ারম্যান ল'ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিলে আবেদন করিয়াছি। এব্যাপারে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তাহা জানাইবেন।

মন্টু কুমার দাস

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

শ্রী দেবাশীষ ধারা পিতা স্বর্গীয় কালীপদ ধারা, সাকিম ধান্যহানা, পো: ইলাহিপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২ ৭০৭, বিগত ইং 25/06/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, অফিসে I-2411/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল (**শ্রী মানিক চন্দ্র দে** পিতা স্বর্গীয় যুগল চন্দ্র দে সাকিম এস ৫৩ সারদাময়ী লেন, পোঃ পূর্ব পুটিয়ারী, থানা রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা ৭০০০৯৩)-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল ইং- 26/06/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2457/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী শ্যামল সাঁতরা,** পিতা শিবু সাঁতরা, সাং আলমপুর, পোস্ট ইলাহীপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৭০৭, মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা আলামপুর, জে.এল. ১৩৬, হাল এল. আর. ৬৫০ খতিয়ানে, আর. এস. তথা হাল এল. আর. ৭৬৫ দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৫ শতকের মধ্যে 3 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী শ্যামল সাঁতরা,** পিতা শিবু সাঁতরা, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেস নং MN/2024/0607/11573. ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

Mir Md Kalimuddin
(Advocate)

নাম -পদবী
গত 20/08/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 651 নং এফিডেভিট বলে আমি Aronya Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subir Kumar Mukhopadhyay ও D. P. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী
গত 13/08/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4970 নং এফিডেভিট বলে Suprokash Pal S/o. Late D N Pal ও Suprokash Paul S/o. Late D. N. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী
গত 02/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10398 নং এফিডেভিট বলে Somnath Pramanik S/o. Rambilash Pramanik ও Somnath Pramanick S/o. Bilas Pramanick সাং নয়াসড়াই, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী
গত 14/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11139 নং এফিডেভিট বলে Shajahan Ali Mollah S/o. Abdul Hannan Mollah ও Sajahan Ali Mollah S/o. H. A. H. Mollah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী
গত 06/08/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5373 নং এফিডেভিট বলে Sailendra Nath Sett S/o. Late Dayamoy Sett ও Sailendra Nath Seth S/o Lt. D. Seth সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী
গত 14/08/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5598 নং এফিডেভিট বলে Paresh Nath Mondal ও P. N. Mondal S/o. Bechu Ram Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

বিজ্ঞপ্তি
জেলা হুগলী মোকাম চুচুড়াস্থিত ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত।
শ্রীমতী মামণি দাস
- বনাম-
স্বরূপ বিশ্বাস

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিনী শ্রীমতী মামণি দাস স্বামী- স্বরূপ বিশ্বাস, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ দাস ঠিকানা- চণ্ডীবাগান আখ নবাজার পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১০১ উক্ত দরখাস্তকারিনী শ্রী স্বরূপ বিশ্বাস, পিতা- মৃত স্বপন বিশ্বাস ঠিকানা- ক্রুকেড লেন, পোঃ ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন -৭১২১০১ -এর বিরুদ্ধে হুগলী জেলার চুঁচুড়া সদর ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালতে একটি ডিভোর্সের মোকর্দ্দমা যাহার নম্বর ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট নং- ২০১/২০১৮ উত্থাপন করিয়াছেন এবং ইহাতে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে নিজে অথবা উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ মোকর্দ্দমাটি নিস্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারির পক্ষে উকিলবাবু
সরোজ কুমার ঘোষ
এ্যাডভোকেট

সেরেস্তাদার
শ্রী চরণ সিং
হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত, চুঁচুড়া

NOTICE
IN THE 1ST COURT OF THE LD. CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION), MIDNAPORE DIST-PASCHIM MEDINIPUR
REF: T.S. NO. 492/2011
MADHURI CHAKRABORTY AND OTHERS .... PLAINTIFFS
=VS=
ANJANA CHAKRABORTY AND OTHERS .... DEFENDANTS

With reference to the above noted suit for partition by this notice this is to inform that **Soma Chakraborty** D/O - Late Tapas Chakraborty of Saratpally (Jafala Road), P.O - Inda, P.S- Kharagpur (Town), Dist - Paschim Medinipur, being Defendant No. 1 (b) of the suit is avoiding service of summons of the said **T.S. No. 492/11** which is now fixed on 19.09.24 if she has any objection to the same she may appear in personally or through any Advocate in the suit case on the date fixed, failing which the said suit will be heard exparte against her.

SCHEDULE

District: Paschim Medinipur, Police Station: Kharagpur (Town), Mouza Inda, R. S. Khatian No.542, CS Plot No. 418, corresponding to R.S Plot No. 672, Area 11 Dec. out of 89 Dec. bounded by N.- Bela Rani Sanyal, S & E-Durga Debi, West- Jasada Jiban Das and Chitta Ranjan Roy.

Dt. 31.07.24

By Order
Supriya Patra
Sheristadar
Civil Judge (Sr. Division) 1st Court, Paschim Medinipur

কর্মখালি
তেহট্ট ১ সুসংগত শিশু বিকাশ প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি নং- 346/ICD/TH-1, Dt- 14.08.2024 অনুযায়ী ১২টি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদে এবং বিজ্ঞপ্তি নং- 348/ICD/TH-1, Dt- 14.08.2024 অনুযায়ী ২০টি সহায়িকা পদে নিযুক্তির জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও, তেহট্ট ১ অতিরিক্ত প্রকল্পের অধীনে বিজ্ঞপ্তি নং- 347/ICD/TH-1, Dt- 14.08.2024 অনুযায়ী ৩টি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদে এবং বিজ্ঞপ্তি নং- 349/ICD/TH-1, Dt- 14.08.2024 অনুযায়ী ৯টি সহায়িকা পদের জন্য আবেদন পত্র জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্য পদের বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন পত্র জমা করার নিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদে জানার জন্য তেহট্ট ১ সুসংগত শিশু বিকাশ প্রকল্পের অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রযত্নে- শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, তেহট্ট ১ সুসংগত শিশু বিকাশ প্রকল্প, তেহট্ট, নদীয়া।

E-TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Dhoradaha, Nadia. **NIET NO. 148/15th FC, MPLAD, BEUP, 5TH SFC, MSDP, BADP /DGP-I/2024,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **28.08.24 up to 12p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

কলকাতা মেট্রোর চলমান প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে কলকাতা মেট্রোর বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে যাত্রীদের নিরাপত্তা, যাত্রী সুযোগ-সুবিধা, ভবিষ্যতের জন্য পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন-সহ চলতি বছরের বাজেটে রেল লাইন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্পের জন্য ২০২৪-২৫ এর বাজেটে ১২০৮.৬১ কোটি টাকা ধার্য করা হযেছে। যেখানে ২০২৩-২৪ এর বাজেটে ধার্য করা হয়েছিল ১৩৫০ কোটি টাকা। এদিকে কলকাতা মেট্রোর জোকা থেকে মাজের হাট পর্যন্ত বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি মাজের হাটের বাইরে সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ চলছে।

দমদম বিমানবন্দর-কবি সুভাষ (নিউ গড়িয়া) , রাজারহাট মেট্রো প্রকল্পে চলতি আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২৫-এ ১৭৯১.৩৯ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪-এ এই প্রকল্পে ধার্য করা হয়েছিল ১২০০ কোটি টাকা। বর্তমানে, বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলি কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত চালু রয়েছে। ইতিমধ্যে চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি এই লাইনের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা অংশে পরিদর্শন করেছেন এবং আশা করা হচ্ছে যে এই রেলপথে মেট্রো পরিষেবা শীঘ্রই শুরু হবে।

এর পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই বাজেটে নোয়াপাড়া থেকে ভায়া বিমানবন্দর হয়ে বারাসাতের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ সালের বাজেটে এই প্রকল্পে ৬২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি এই লাইনের নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত পরিদর্শন করেছেন এবং আশা করা হচ্ছে যে এই রেলপথে মেট্রো পরিষেবা শীঘ্রই শুরু হবে। অন্যদিকে এসপ্ল্যানেড এবং শিয়ালদহ (৮০০ মিটার দীর্ঘ) এর মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর টানেলিং কাজের শেষ অংশটি চলছে এবং এই প্রকল্পের মসৃণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলও বরাদ্দ করা হয়েছে।

'আপনি কাকে বাঁচাতে চাইছেন' মমতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ চলছে। সেই প্রতিবাদে শামিল হয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নৈহাটিতে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে অর্জুন বলেন, 'আপনি কাকে বাঁচাতে চাইছেন? সেই লোকটা কে, যে লোকটাকে বাঁচাতে আপনি আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করে দিতে চাইছেন?' তাঁর অভিযোগ, কলকাতা পুলিশ কমিশনার তড়িঘড়ি তথ্য প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করলেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজেও ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এদিনের সভায় প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে প্রমুখ।

কলকাতায় আয়োজিত পূর্বাঞ্চলীয় সিআইআই এক্সিম কনফারেন্স'২৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ভারতের পূর্বাঞ্চল খনি ও খনিজ পদার্থের বিদেশে বৈচিত্র্য আনতে পারে। সম্প্রতি সিআইআই এক্সিম কনফারেন্স ২০২৪-এর পূর্বাঞ্চল দ্বারা আয়োজিত সম্মেলন হয়ে গেল কলকাতায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'ভারত সপ্তমতম বৃহত্তম রপ্তানিকারক পরিষেবা প্রদান করে চলেছে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল পেমেন্টের ৪৬ শতাংশ উপভোক্তা রয়েছে আমাদের দেশে।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতের পূর্বাঞ্চল খনি এবং খনিজগুলির বিদেশে তার অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ, তথ্য প্রযুক্তি, সামুদ্রিক এবং মৎস্য রপ্তানিতে বিশ্বব্যাপী বাজার লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।' মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, 'দেশের তরুণরাই জনগোষ্ঠী শিল্প প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। দেশের পূর্বাঞ্চলে দক্ষ জনশক্তির একটি বড় পুল রয়েছে, এটিকে চ্যানেলাইজ করা দরকার।' ধর্মেন্দ্র প্রধান সিআইআই-কে সুপারিশ করেছেন, তারা যাতে স্টার্টআপগুলিকে তাদের ক্রমবর্ধমান গতি বজায় রাখাতে সাহায্য করে। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন বন্দর, নৌপরিবহন এবং জলপথ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরও। তিনি এই অঞ্চলে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরবরাহ এবং রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার রূপরেখা দিয়েছেন। তিনি ন্যাশনাল লজিস্টিক পোর্টালের দক্ষ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এই প্ল্যাটফর্মটি সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে সংযুক্ত করে সহজ, দ্রুত এবং আরও সাশ্রয়ী পরিষেবার জন্য বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে বলে জানান।

চলে গেলেন 'চোখ'র জন্মদাতা উৎপলেন্দু: চলে গেলেন 'চোখে'র জন্মদাতা। যিনি একজন আন্তর্জাতিক পুরস্কার, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্রকার। ইনি-ই উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। মঙ্গলবার সন্ধে ৫৫০ মিনিটে পরলোকগমণ করেন। রেখে গেলেন তাঁর দুই কন্যা চিত্রাঙ্গদা এবং ঋতাভরী চক্রবর্তীকে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬। রানীকুঠির সরকারি আবাসনে নিজের ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর দেখভালের দায়িত্বে থাকা জ্যোতির্ময় দত্ত। জ্যোতির্ময় জানান, 'গত বেশ কয়েকদিন ধরেই উৎপলেন্দুবাবুর শরীর একেবারেই ভাল যাচ্ছিল না। পরশু রাতে ওঁর ঘরে আমি এবং অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় গিয়েছিলাম।

ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ২০২৪, রাজ্য বিজয়ীদের তালিকা বের করল। ৬০তম ফেমিনা মিস ইন্ডিয়ার বিজয়ী ৭৩তম মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার এ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের থেকে সুযোগ পেয়েছেন ডলি সিং।

দিল্লি থেকে বাংলাকে আক্রমণ রাজ্যপালের

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার দিল্লিতে সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, কলকাতার আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় চলছে। মৃতার ন্যায়বিচারের দাবিতে সম্প্রতি মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে বক্তৃতাও করেন। সে প্রসঙ্গে টেনে মঙ্গলবার রাজ্যপালের প্রশ্ন, 'মুখ্যমন্ত্রীর এই সব ভাষণ নানা অলঙ্কারে খচিত। তবে এই ঘটনায় তাঁর সামগ্রিক অবস্থান কী?' অন্যদিকে, আরজি কর-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের শুনানি নিয়ে বাংলার রাজ্যপালের প্রতিক্রিয়া, 'শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ শুনে দেশ স্বস্তি পেল।' প্রতিক্রিয়াতেও অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি রাজ্যপাল বোস। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেছেন, 'এই মুহূর্তে বাংলার অবস্থা উদ্বেগজনক। ছাত্ররা সরকারের উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন, যুবকেরা ভীতসন্ত্রস্ত, আর মহিলারা রয়েছেন হতাশায়। নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে সরকারের ভূমিকা নিয়েই। সাম্প্রতিক ঘটনাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সরকারের গাফিলতি।' কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যপাল। তাঁর মতে, কলকাতা পুলিশ 'দুর্নীতিগ্রস্ত' এবং 'রাজনৈতিক মদতপুষ্ট'।

সেই সঙ্গে মঙ্গলবার থেকেই রাজভবনে বিশেষ একটি কন্ট্রোল রুম খুলেছেন রাজ্যপাল। আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে সাধারণ মানুষ ০৩৩২২০০১৬৪১ এবং ৯২৮৯০১০৬৮২; এই দু'টি নম্বরে ফোন করে মতামত জানাতে পারবেন। কন্ট্রোল রুম থেকে মঙ্গলবার সকালে প্রথম ফোনটি করেন রাজ্যপাল স্বয়ং। নিহত তরুণীর বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, আর জি কর-কাণ্ডের পরে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উপাচার্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন আচার্য তথা রাজ্যপাল। বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে দেখাও করেন।

প্রয়াত সাংবাদিক শ্রাবণী গুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অকালে চলে গেলেন সাংবাদিক শ্রাবণী গুপ্ত। প্রয়াত সাংবাদিক শ্রাবণী গুপ্তার পরিবার সূত্রে খবর, স্নায়বিক রোগে ভুগছিলেন তিনি। তবে ২০ অগাস্ট সকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। রেখে গেলেন তাঁর স্বামীকে। তিনি আকাশ বাংলা, জি ২৪ ঘণ্টা, নিউজ টাইম, বাংলা সময়, খেলা, আজকাল অনলাইন এবং অন্যান্য মিডিয়া সংস্থায় কাজ করেছেন। তার এই অকাল প্রয়াণে সহকর্মী সাংবাদিকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

আমলা নিয়োগের সমান্তরাল প্রক্রিয়া বাতিল করল কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

ঘটনাচক্রে, এই প্রথম মোদি মন্ত্রিসভার কোনও সদস্য প্রকাশ্যে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। শুধু চিরাগ নন, বিহারের বিজেপির আর এক সহযোগী নীতীশ কুমারের জেডি (ইউ)-র তরফেও সরাসরি আমলা নিয়োগের বিরোধিতা করা হয়েছিল। অন্য দিকে, মোদি সরকারের যুক্তি, কর্পোরেট বা শিক্ষাজগৎ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের জন্যই এই সিদ্ধান্ত। ২০০৫ সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেই সমান্তরাল নিয়োগের এই পদ্ধতি বলেও যুক্তি দিয়েছিলেন বিজেপি নেতারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরিকি চাপেই মোদি সরকারকে পিছু হটতে হল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ অগস্ট ২০২৪ ৪ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার

অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে, জানালেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার নিয়ে বারো দিনে পড়ল আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়াদের আন্দোলন। বিক্ষোভকারীরা পরিষ্কার জানালেন, তাঁদের কর্মবিরতি জারি থাকবে। তাঁদের অনুমান আরজি কর ঘটনার নেপথ্যে একাধিক ব্যক্তি যুক্ত রয়েছেন। তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত অভিযুক্তরা ধরা পড়বেন, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। একইসঙ্গে চলবে কর্মবিরতিও। সুপ্রিম কোর্টের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা জানান, প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে সেখানে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে। তবে প্রাথমিকভাবে কর্মবিরতি চলবে। তার কারণ যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এসেছে তা দেখে তাঁদের মনে হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। একই সঙ্গে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেই বিষয়েও তারা নজর রাখতে চাইছেন।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টোর নির্দেশ প্রসঙ্গে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানান, 'কর্মবিরতি জারি থাকবে। সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি কী সেটা জানতে চাইছি। একাধিক ব্যক্তির জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন কমপ্লিট ফেলিওর সেটা কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনই বলে দিচ্ছে।' তাঁরা আরও বলেন, 'আমরা সাধারণ মানুষকে প্রাণ দিতে এসেছি। সীমান্তে লড়াই করছি না। কেন্দ্রীয় বাহিনী কতদিন থাকবে? সুপ্রিম কোর্টের উপরে আমাদের আস্থা রয়েছে।'

প্রসঙ্গত, নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় অনেক নার্স ও চিকিৎসক হস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে এ কথা উল্লেখ করা হয়। এরপরই প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় নির্দেশ দেন, হাসপাতালে ও হস্টেলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিআইএসএফ মোতায়েন করা হবে।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার বেলা গড়াতেই একদিকে তুমুল বৃষ্টি নামে কলকাতায়। সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে নামে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। তিলোত্তমার দোষীদের শাস্তির দাবিতে এদিনের এই অভিযান। এরপর স্বাস্থ্য ভবনের সামনে চলে স্লোগান। আন্দোলকারীদের এও বলতে শোনা যায়, 'স্বাস্থমন্ত্রী হারিয়ে গিয়েছেন। রাজ্যের মান-সম্মান ধুলোয় মিশে গিয়েছে।'

এরই মাঝে বিক্ষোভকারীদের পথ আটকায় পুলিশ। শুরু হয় ধরপাকড়। পুলিশের সঙ্গে এভিবিপি কর্মী সমর্থকদের শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। পুলিশের তরফে পরিষ্কার জানানো হয়, স্বাস্থ্য ভবনে তাঁদের যেতে দেওয়া হবে না। এরপরই ব্যারিকেড ভেঙে স্বাস্থ্য ভবনের দিকে রওনা দেওয়ার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা। রীতিমতে জমা জলে দৌড়তে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। পাল্টা পুলিশও তাদের ধাওয়া করে।

এদিকে সূত্রে খবর, সিটি সেন্টারের সামনে থেকে মিছিল করে স্বাস্থ্য ভবনে যাওয়ার কথা ছিল এভিবিপির। কিন্তু সিজিও কমপ্লেক্সের কাছে আটকে দেওয়া হয়। এরপরই ধুন্ধুমার কাণ্ড। বিক্ষোভকারীদের আটকাতে শেষমেশ লাঠিপেটার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। টেনে হিঁচড়ে, কলার ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। বাদ যাননি মহিলারাও। বিক্ষোভরত এক মহিলা আন্দোলনকারী বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশকারায় এই সব হচ্ছে। ওরা মারতে চাইছে তো মারুক। এখানেই বসে থাকব। এক সপ্তাহ পেরিয়েছে। তবুও তদন্ত হচ্ছে না।'

সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা শুরু কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে নয়া মোড়। আরজি কর হাসপাতালে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা শুরু কলকাতা পুলিশের। গত চারদিনে প্রায় ৪০ ঘণ্টা সিবিআইয়ের ঘরেই কেটেছে সন্দীপ ঘোষের। মঙ্গলবারেও সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয় আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে। সন্দীপের নামে উঠছে গুচ্ছের দুর্নীতির অভিযোগ। সিবিআই যদি সেই অভিযোগের শিঁকড়ে পৌঁছতে চায় তাতে সন্দীপের চাপ হতে পারে বলেই মত একটা বড় অংশের।

সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চলতি বছরের জুন মাসে টালা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। এক আইএএস আধিকারিক এই অভিযোগ করেন। প্রায় তিন মাস পর সেই অভিযোগকে সামনে রেখে সন্দীপের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে সেই মামলাই রুজু করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রে খবর, 'প্রিভেনশন অব কোরাপশন' আইনের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। যেহেতু ১ জুলাই-এর আগে টালা থানায় এক আধিকারিক অভিযোগ জানিয়েছিলেন, সেই কারণেই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সোমবারই সন্দীপের বিরুদ্ধে এসআইটি বা সিট গঠন করে রাজ্য। আইজি প্রণব কুমারের নেতৃত্বে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়। এরপরই মঙ্গলবার সামনে আসে কলকাতা পুলিশের পদক্ষেপের বিষয়টি। বিরোধীরা প্রশ্ন তুললেও সন্দীপের বিরুদ্ধে রাজ্য মনে করেছে তদন্ত দরকার। তাই এই পদক্ষেপ।

তবে রাজ্যের এই পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে, এই তদন্তের প্রয়োজনীয়তা এই চারদিনেই অনুভূত হল কি না তা নিয়েও। আর প্রয়োজন যদি মনে হয়েও থাকে তাহলে তা আগে মনে করা হয়নি কেন? তবে এই মুহূর্তে আরও একটি প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের মামলা রুজুকে সামনে রেখে। সিবিআইয়ের কোনও কড়া পদক্ষেপের আগেই কলকাতা পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইছে সন্দীপ ঘোষকে? প্রশ্ন বিস্তর।

আদালতের অনুমতির পরই মমতার রুটেই শুভেন্দুর পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতের তরফে অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুধবার মিছিল ও সভা করার প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করে দিল 'খোলা হাওয়া'। মমতার রুটেই শুভেন্দু পদযাত্রা এবং ডোরিনা ক্রসিংয়ে সভা করে জবাব দেবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর রাজ্যকে এই জবাব দিতেই বিজেপি প্রভাবিত 'খোলা হাওয়া' সংস্থার তরফে পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি না পাওয়ার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তারা। শেষমেশ আদালতের তরফে মঙ্গলবার এই কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত শুক্রবার আরজি করকাণ্ডে ফাঁসির দাবি জানিয়ে রাজপথে পদযাত্রা করেন। মিছিল শেষে ডোরিনা ক্রসিং-এ সভাও করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা এবার সেই রুটেই পথে নামতে চলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মৌলালি থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত ঠিক যে পথ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস মিছিল করেছিল এবার ওই একই পথে 'খোলা হাওয়া' সংস্থার ডাকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই অরাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে খবর।

প্রসঙ্গত, তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে সাংবাদিকদের আগেই শুভেন্দু বলেছিলেন, 'গোটা কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তৃণমূল। তারাই এখন নাটক করছে। অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি।' কর্মসূচির আয়োজক সংস্থা সূত্রের খবর, বুধবার তাদের এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। উদ্যোক্তাদের অন্যতম বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা জানান, 'বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আদালত যেভাবে কর্মসূচি পালন করতে বলেছে আমরা সেই মতই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তা করব।'

এএসআই-কে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামান্য সিভিক ভলান্টিয়ার ছিলেন সঞ্জয় রায়। এরপরও কীভাবে এত দাপুটে হয়ে উঠেছিলেন তিনি তার খোঁজ চালানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর তরফ থেকে। একইসঙ্গে এ প্রশ্নের খোঁজও চলছে যে, সঞ্জয় রায় সিভিক ভলেন্টিয়ার হয়েও কীভাবে পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের ব্যারাকে থাকত তা নিয়েও। পাশাপাশি এ প্রশ্নও ঘুরপাক খাচ্ছে, কীভাবে পুলিশকর্মী পরিচয় দিয়ে অবাধে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত সঞ্জয় তাও।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই সূত্রে খবর, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতেই কলকাতা পুলিশের এএসআই অনুপ দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। মঙ্গলবারই কলকাতা পুলিশের ওই আধিকারিককে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠায় সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলব পেয়ে এ দিন দুপুরেই সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন অনুপ দত্ত। সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছনোর সময় সাংবাদিকরা তাঁর কাছে জানতে চান, তিনি সঞ্জয় রায়কে চিনতেন কি না। তবে প্রশ্ন শুনে মুখে কুলুপ আঁটার সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে পড়িমড়ি করে ছুটে সিজিও কমপ্লেক্সের ভিতরে ঢুকে যান অনুপ দত্ত। সূত্রের খবর, আরজি কর কাণ্ডে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করেন সিবিআই আধিকারিকরা।

এদিকে, আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় সঞ্জয় রায় নামে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের গ্রেপ্তারির পরই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। জানা যায়, সিভিক ভলেন্টিয়ার হলেও কলকাতা পুলিশের অন্দরে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল সঞ্জয়। এমন কি, সিভিক ভলেন্টিয়ার হয়েও কলকাতা পুলিশের ফোর্থ ব্যাটেলিয়নের পুলিশ ব্যারাকে থাকত সে। কলকাতা পুলিশের এএসআই অনুপ দত্তের প্রশ্রয়েই সঞ্জয়ের এত বাড়বাড়ন্ত বলেও জানা যায়। সেই কারণেই ওই অফিসারকে এ দিন ডেকে পাঠায় সিবিআই। অভিযোগ, পুলিশ ওয়েলাফেয়ার বোর্ডের হয়ে কাজ করত সঞ্জয়। বিভিন্ন সরকারি মেডিক্যাল কলেজে অবাধ যাতায়াত ছিল তার। এই অনুপ দত্তই সঞ্জয়কে কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের কাজে যুক্ত করতে প্রভাব খাটিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশের বাইক চড়েই ঘুরে বেড়াত সঞ্জয়। এমনকি, পুলিশকর্মীরাও সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয়কে সমঝে চলতেন বলেই সূত্রের খবর।

ওকালনামায় সই করানোর চেষ্টা হয়েছে মৃতা তরুণীর বাবা মাকে: বিকাশরঞ্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবার চিকিৎসক তরুণী খুন ও ধর্ষণকাণ্ডের মামলার শুনানির আগে বিস্ফোরক দাবি করতে শোনা গেল আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। তিনি দাবি করেন, তিলোত্তমার বাড়িতে তাঁর নাম করে ওকালতনামায় সই করাতে গিয়েছিল কেউ বা কারা। মামলার মোড় ঘোরাতে এই ঘটনা বলে দাবি তাঁর। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা পরিকল্পনা করেই শাসকদলের পক্ষের কেউ গিয়েছিলেন। যদি সত্যিই ওকালতনামায় সই করিয়ে নিতেন তাহলে স্বভাবতই সুপ্রিম কোর্টে হাজির হয়ে তাঁরা বলতেন, আমাদের কোনও দাবি নেই, সব ঠিক আছে। এটাই লক্ষ্য ছিল। অন্য আর কোনও কারণ নেই।' আর এই প্রসঙ্গেই বিকাশরঞ্জনের প্রশ্ন, না হলে

তাঁর নাম করে গিয়ে তাদের বাড়িতে ওকালতনামায় সই করে দিতে বলবে কেন? তবে তিলোত্তমার পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হওয়ায় ওঁনারা সই করেননি। এরই সূত্র ধরে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন জানান, 'খুব নোংরা খেলা চলছে। আমাকে জানিয়েছেন ওনারা।'

প্রসঙ্গত, আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার নির্মম পরিণতির পরই সুপ্রিম কোর্টের দুই আইনজীবী ও তেলেঙ্গনার এক চিকিৎসক স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপের আর্জি জানায় সুপ্রিম কোর্টে। এরপরই মামলা গ্রহণ করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সেই মামলার শুনানির জন্য দিল্লি যান বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। আর এদিন সকালেই তিনি তাঁর সোশ্যাল হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন। সেখানেই জানান বিষয়টি। দাবি করেন, এদিন সুপ্রিম কোর্টে যে ওকালতনামা পেশ করা হবে, তাতে সই করাতে চাইছে কেউ বা কারা। বিকাশরঞ্জনের দাবি, 'আমার নাম যাঁরা ব্যবহার করতে চাইলেন তাঁদের খুঁজে বের করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। অনেক গোপন তথ্য উদ্ধার হতে পারে।'

নিউটাউনে নার্সের শ্লীলতাহানির চেষ্টা, ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারী নিরাপত্তা নিয়ে যখন তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ঠিক তখনই এক নার্সকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল নিউটাউনে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিউটাউনের এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বছর তেইশের এক যুবককে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে, ধৃত পাথরঘাটার বাসিন্দা।

একইসঙ্গে পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, নিগৃহীতা নার্স বাগুইআটিতে থাকেন। নিউটাউনে অবস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি দীর্ঘদিন কর্মরতও ছিলেন। গত ১৮ তারিখ রবিবার সন্ধ্যে নাগাদ কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন।

অভিযোগ, সেই সময় সাইকেল নিয়ে আসছিলেন অভিযুক্ত ওই যুবক। তরুণীকে দেখে প্রথমে কটুক্তি করে সে। এরপর তাঁর শরীরের আপত্তিকর জায়গায় স্পর্শ করে বলে দাবি ওই মহিলার। সেই সময় চিৎকার করে ওঠে ওই তরুণী নার্স। এরপরই ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক। এরপরই তরুণী টেকনো সিটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

উল্লেখ্য, বর্তমানে আরজি কর নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। মামলার জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সম্প্রতি আরজি কর হাসপাতালে এক চিকিৎসক পড়ুয়াকে যৌন হেনস্থা করে তাঁকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন এক সিভিক ভলান্টিয়র। মামলা হাতে নিয়েছে সিবিআই। এই ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। পথে নেমেছেন মহিলারা। নিরাপত্তার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে আবার খোদ কলকাতায় উঠল আরও এক নারী নির্যাতনের ঘটনা। প্রকাশ্যে আসতেই নিরাপত্তার প্রশ্ন ফের একবার উঠল চাগাড় দিয়ে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের রাখি বন্ধন উৎসব পালন পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিউ ব্যারাকপুর থানার অদূরেই হরিপদ বিশ্বাস প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়। বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত উক্ত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে মূলত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, কিশোর পড়াশুনা করে। এদের কেউ মুক-বধির, আবার কেউ মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী। মঙ্গলবার হরিপদ বিশ্বাস প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে রাখি বন্ধন উৎসবের আয়োজন করেছিল নিউ ব্যারাকপুর থানারপুলিশ। পুলিশ কাকুরা খুদেদের হাতে রাখি পরিয়ে তাদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দিলেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও কিশোররা এদিন

তাদের সুপ্ত প্রতিভা নাচ,গান, আবৃত্তির মাধ্যমে বিকশিত করলো। রাখি বন্ধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি, নিউ ব্যারাকপুর থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য, নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা-সহ বিশিষ্ট জনেরা। হরিপদ বিশ্বাস প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কণিকা পাঠক বলেন, প্রতি বছর তারা কচিকাঁচাদের নিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব করে থাকেন। যদিও এবারে পুলিশ বন্ধু ও সমাজ কর্মীদের উপস্থিতিতে আলাদা স্বাদ পেল খুদেরা।

প্রতিবাদে রাস্তায় ব্যারাকপুর ল'ক্লার্কস এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবার রাস্তায় নেমে সোচ্চার হল পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্কস এসোসিয়েশন। উক্ত এসোসিয়েশনের ব্যারাকপুর শাখার তরফে মঙ্গলবার দুপুরে মৌন মিছিল করে ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়। আদালত চত্বর থেকে মিছিলটি বেরিয়ে এস এন ব্যানার্জ্জী রোড ধরে চিড়িয়া মোড়ে পৌঁছয়। সেখান থেকে মিছিলটি ফের আদালত চত্বরে এসে শেষ হয়। তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এদিন তারা সরব হলেন। মিছিলে যোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য দীপক দেবনাথ বলেন, আর জি কর হাসপাতালে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তরুণী চিকিৎসক হত্যার ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ঘটনায় জড়িত কাউকেই আড়াল করা যাবে না। অপরাধীরা ধরা না পড়লে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। ল'ক্লার্কস এসোসিয়েশনের ব্যারাকপুর শাখার সভাপতি তিমির কুমার সাহা বলেন, 'আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের অমানবিক হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে, বাংলায় স্বৈরাচারী সরকার চলছে।' সুতরাং এই সরকারের আর এক মিনিটও ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়।

আরজি করকাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামতে চলেছেন সৌরভও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডের নৃশংসতায় ফুঁসছে কলকাতা থেকে শুরু করে গোটা রাজ্য। ভারতের বিভিন্ন জায়গাতেও পথে নেমে বিচার চেয়ে সরব হতে দেখা গেছে সাধারণ মানুষকে। এই আন্দোলনের আঁচ লেগেছে বিশ্বজুড়ে। বিভিন্ন সংস্থা থেকে এক একটি দিন বেছে নিয়ে পালা করে চলছে প্রতিবাদ। মানুষের মনের এই আগুন যেন নেভার নয়। তাই গলি থেকে রাজপথে কণ্ঠ তুলছেন সকলেই। এই তালিকা থেকে বাদ পরলেন না বঙ্গের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিলোত্তমা কাণ্ডে প্রতিক্রিয়া দিয়ে নেটিজেনদের ক্ষোভে পড়তে হয় সৌরভকে। তাতে মহারাজের কিছুটা ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় বলাই চলে। 'কীভাবে তিনি এই ঘটনাকে এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললেন?' তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। শুধু তাই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় 'দাদাগিরি বয়কটের দাবি'ও তোলা হয়। সেই সময়ই সৌরভ নিজের প্রোফাইল করলেন কালো। শুধু তিনি নন, একই কাজ করেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ও সানা।

তবে এখানেই থেমে থাকল না গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিবাদ। এবার পথে নামতে চলেছেন নাকি সৌরভ, ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। পেশায় ডোনা নৃত্য শিল্পী, এবার তাঁর বেহালার নাচের স্কুল দীক্ষামঞ্জরী থেকে ডাকা হল পদযাত্রার। তিলোত্তমার বিচার চেয়ে এবার নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে পথে হাঁটবেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। ২১ অগাস্ট সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় হবে এই মিছিল। এই মিছিলেই পা মেলানোর কথা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও। তিলোত্তমার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে, বাংলার মেয়ের বিচার চাইতে, টলিপাড়ার শিল্পীরা আগেই নেমেছিলেন রাস্তায়। পথে নামতে দেখা যায় সঙ্গীত শিল্পীদেরও। বিনোদন জগতের বিভিন্ন বিভাগ পথে নেমে চিৎকার করে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এবার সেই প্রতিবাদে সামিল হতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও।

সুখেন্দু শেখরের পথেই হাঁটলেন রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকারও

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলীয় সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়ের পর, এবার একই পথে হেঁটে তৃণমূলের উপর চাপ বাড়ালেন রাজ্যসভার আরেক সাংসদ জহর সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের আমলে আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্তে সরকার সিট গঠন করেছে জেনে খুশি হলাম। তবে এটা আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল। তাঁকে অবিলম্বে চাকরি থেকেই বরখাস্ত করা হোক।'

প্রসঙ্গত, আরজি কর-কাণ্ডে প্রাক্তন প্রিন্সিপালের পাশাপাশি কলকাতা পুলিস কমিশনারকেও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। একইসঙ্গে এ প্রশ্নও তুলেছিলেন, সেমিনার রুম সংলগ্ন ঘরের দেওয়াল কেন ভাঙা হল তা নিয়েও। এমনকি ঘটনার ৩ দিন পর স্নিফার ডগ ব্যবহার করা হয় বলেও অভিযোগ করেছিলেন তিনি। সেই টুইটের প্রেক্ষিতে তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়কে তলব করে লালবাজার। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা দিতে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন তৃণমূল সাংসদ। বরং গ্রেফতারি এড়াতে দ্বারস্থ হন হাইকোর্টের। এবার দলীয় সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়কে সেই টুইট ডিলিট বা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব রাজ্যের। জানা গিয়েছে, টুইট ডিলিট করতে রাজি হননি তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ। ওদিকে কোর্টে রাজ্যের আশ্বাস, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। বুধবার রয়েছে এই মামলার শুনানি।

ওদিকে প্রসঙ্গত, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে, বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। জানা গিয়েছে, সোমবার সন্দীপের বিরুদ্ধে টালা থানায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করেন স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ সচিব। তার ভিত্তিতেই আইজি পদমর্যাদার এক অফিসারের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের সিট গঠন করা হয়। সন্দীপের বিরুদ্ধে তদন্ত করে, এক মাসের মধ্যে সিটকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতর। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুরি ভুরি। বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্ট বিক্রির অভিযোগ। ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, গ্লাভস, স্যালাইন বোতল বাংলাদেশি নাগরিকের কাছে বিক্রির অভিযোগও মিলছে। সঙ্গে মিলছে, স্নাতক স্তরের স্কিল ল্যাব তৈরির বরাতে দুর্নীতির অভিযোগও। ২০২২ সালে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্কিল ল্যাব তৈরির জন্য, একটি সংস্থার সঙ্গে প্রায় ৩ কোটি টাকার চুক্তি করে আরজি কর কর্তৃপক্ষ। অথচ ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যালে একই ল্যাব তৈরি করতে খরচ পড়ে মাত্র ৬১ লক্ষ টাকা।

২০২১ সালে কোভিডের সময় আরজি করে ৪.৩ লাখ টাকা খরচ করে একটি যন্ত্র কেনা হয়। ওই একই যন্ত্র বেসরকারি হাসপাতাল কেনে দেড় লক্ষ টাকায়। যন্ত্র কেনাতেও দুর্নীতির অভিযোগ। সব কাজেই কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ। টেন্ডার পিছু ২০ শতাংশ কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে।

ভাটপাড়ার শুয়োর মারিতে যুবক খুনে ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শুয়োর মারি কনজারভেন্সি কোয়ার্টার এলাকায় যুবক খুনে ধৃত ৭। ধৃতদের নাম সানি দাস, অর্জুন চৌহান, বিজয় পাসোয়ান, অনিল হাঁড়ি ওরফে কালা, সর্বন হাঁড়ি, লক্ষ্মণ চৌধুরী ওরফে নাটকা বউয়া ও রাজেশ বাসফোড়। ধৃতেরা সকলেই কাঁকিনাড়ার শুয়োর মারি এবং তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা। প্রসঙ্গত, গত ১৪ আগস্ট রাতে শুয়োর মারি কনজারভেন্সি কোয়ার্টার এলাকায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন স্থানীয় যুবক গণপত সিং। মঙ্গলবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই সাতজনকে পাকড়াও করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং বেশ কয়েকটি কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ডিসি নর্থের দাবি, এলাকা দখল নিয়ে দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ের জেরে শুয়োর মারিতে খুনের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ঘটনার পিছনে কোনও রাজনৈতিক কারন নেই। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছুই বলা সম্ভব নয়।

সম্পাদকীয়

নারী সুরক্ষায় সুপ্রিম নজর

হাই কোর্টে মামলা চলাকালীন কেন স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল শীর্ষ আদালত, মঙ্গলবার সেই ব্যাখ্যা দিলেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ মঙ্গলবার জানায়, কলকাতার হাসপাতালের এই ঘটনা শুধুমাত্র একটি ভয়ঙ্কর খুনের মামলাই নয়। এটি গোটা দেশের চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও পদ্ধতিগত সমস্যার বিষয়। সেই কারণে মামলাটি হাই কোর্টে শুনানি শুরু হলেও আমরা সিদ্ধান্ত নিই স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার।

উল্লেখ্য, কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয়টিও মঙ্গলবার উঠে আসে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে। মহিলা চিকিৎসকদের কী কী সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়, সে কথাও উঠে আসে। নিরাপদ কর্মস্থলের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকলের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের মন্তব্য, ততরুণ চিকিৎসকদের দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে হয়। পুরুষ ও মহিলা চিকিৎসকদের জন্য পৃথক ডিউটি রুম কিংবা বিশ্রাম ঘর নেই। নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে জাতীয় স্তরে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল তৈরি করতে হবে। যদি মহিলারা নিজেদের কর্মস্থলেই নিরাপদ না থাকেন, তা হলে সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের অর্থ কী! আরজি কর হাসপাতালের মৃত মহিলা চিকিৎসকের নাম ও ছবি প্রকাশ্যে আসা যে উচিত হয়নি, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে আদালত। মঙ্গলবার মামলার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি বলেন, অ্মৃতার নাম ও ছবি ছড়িয়ে পড়েছে, এতে আমরা উদ্বিগ্ন।দ যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া নির্যাতিতার নাম প্রকাশ না করার জন্য অতীতের যে রায় রয়েছে, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন প্রধান বিচারপতি।

সুপ্রিম কোর্টের মঙ্গলবারের নির্দেশনামায় উঠে এসেছে, হাসপাতালের মধ্যেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর কী ভাবে বার বার হামলার অভিযোগ উঠে এসেছে। নির্দেশনামায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, হাসপাতালগুলি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। চিকিৎসক-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সর্বক্ষণ কাজ করতে হয়। এমন অবস্থায় চিকিৎসাকেন্দ্রের সর্বত্র মানুষের অবাধ প্রবেশ থাকার ফলে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের হিংসার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিছু ঘটনা ঘটলে রোগীর পরিজনদের মধ্যে সেটিকে স্বাস্থ্যকর্মীদের গাফিলতি হিসাবে দেখার ধারণা রয়েছে। এই ধরনের অভিযোগগুলি থেকে তা হিংসার আকার ধারণ করে।

উদাহরণ তুলে তুলে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে চিকিৎসকদের উপর হামলার অভিযোগের প্রসঙ্গ। চলতি বছরের মে মাসে বাংলার এক হাসপাতালে দু'জন কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীর পরিজনদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ওই মাসেই প্রসূতিমৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল বিহারের এক হাসপাতালে। হাসপাতাল ভবনের দোতলা থেকে এক নার্সকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। অগস্টেই হায়দরাবাদে এক আবাসিক চিকিৎসক রোগীর পরিজনদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। নির্দেশনামায় আদালত জানিয়েছে, এমন উদাহরণ আরও রয়েছে এবং গোটা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় পদ্ধতিগত সমস্যা রয়েছে। সেই কারণে সুপ্রিম কোর্টকে পদক্ষেপ করতে হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের নিরাপত্তায় টাস্ক ফোর্স গঠন করার প্রস্তাব দেয়। এই টাস্ক ফোর্সে থাকবেন ৯ জন চিকিৎসক। টাস্ক ফোর্স মূলত দু'টি বিষয়ে কাজ করবে। এক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের উপর হিংসা এবং লিঙ্গগত বৈষম্য দূর করা। দুই, হাসপাতালের চিকিৎসক, ইন্টার্ন, রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি করার জন্য একটি প্রোটোকল বা নিয়মবিধি তৈরি করা। সুপ্রিম কোর্ট টাস্ক ফোর্সকে তিন সপ্তাহের মধ্যে অন্তর্বতী রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে ৬০ দিনের মধ্যে।

হাসপাতালের নিরাপত্তা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, সঙ্কটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্মী নিয়োগের বিষয়টি টাস্ক ফোর্স তদারকি করবে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতন রুখতে যে আইন, তা সরকারি হাসপাতালগুলির পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও কার্যকর রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখবেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যেরা। চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের নিরাপত্তায় একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শীর্ষ আদালতের তরফে।

ভিড় আটকাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখবে টাস্ক ফোর্স। চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত পরিবহণ ব্যবস্থা চালু রাখা যায় কি না, তা-ও টাস্ক ফোর্সকে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। রোগী বাদ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার কেউ যাতে হাসপাতালে ঢুকতে না পারে, হাসপাতালগুলিকে তা নিশ্চিত করার কথা জানাবে টাস্ক ফোর্স।

নয় সদস্যবিশিষ্ট টাস্ক ফোর্সে রয়েছেন ১) শল্যচিকিৎসক ভাইস অ্যাডমিরাল আরকে সারিয়ান, ২) এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলজির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর রেড্ডি, ৩) দিল্লি এমসের ডিরেক্টর এম শ্রীবাস, ৪) বেঙ্গালুরু 'নিমহান'-এর চিকিৎসক প্রতিমা মূর্তি, ৫) জোধপুর এমসের ডিরেক্টর ডক্টর পুরী, ৬) গঙ্গারাম হাসপাতালের পরিচালন কমিটির সদস্য ডক্টর রাভাত, ৭) পণ্ডিত বিডি শর্মা কলেজের উপাচার্য অনিতা সাক্সেনা, ৮) ডক্টর পল্লবী এবং ৯) ডক্টর পদ্ম শ্রীবাস্তব।

সুপ্রিম কোর্টের এই দিক নির্দেশিকা কতটা কাজ দেয়, তা বলবে আগামী সময়ই।

জন্মদিন

আজকের দিন

উসেইন বোল্ট

১৯৮৬ - উসেইন বোল্ট, জামাইকায় জন্মগ্রহণকারী বিশ্বখ্যাত দৌড়বিদ

১৯৭৮ - ভূমিকা চাওলা, অভিনেত্রী

১৯০৮ - পরমনাথ ভাদুড়ী, বিজ্ঞানী কৃষিতে জৈব সার ব্যবহারের পথিকৃৎ

'কেন চেয়ে আছ গো মা...'

শান্তনু রায়

রবীন্দ্রগানের এ পংক্তিটি উচ্চারিত হলে অনেক মনেই হয়তো ভেসে ওঠে ১৯৭৭ এ মুক্তিপ্রাপ্ত ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবির একটি দৃশ্যের সেই সরল মেয়েটির অসহায় মুখখানি। তবে অসহায় মর্মান্তিক ও পৈশাচিকভাবে এই শহরে বঙ্গতরুনী এক চিকিৎসকের অতিসম্প্রতি এক রাতে নিজকর্মস্থল আর জি কর হাসপাতালে হত্যার প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে এ রাজ্যের বঙ্গ তনয়াদের রাত দখলের আহ্বানে ২০২৪ এর ১৪-১৫আগস্টের সন্ধিকালে সারা বিশ্বের সামনে প্রতিভাত হলো ভ্রষ্টাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিরল এক জনজাগরণের স্ফুলিঙ্গও। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' শ্লোগানে মুখরিত মধ্যরাতে এরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তো বটেই রাজ্যের বাইরে দিল্লি মুম্বাই পুনে হায়দ্রাবাদ এমনকী সুদূর আটলান্টা থেকে হিউসটন প্রায় একই সময় মোমবাতি হাতে পথে নামা জনসমুদ্রে নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার স্বীকৃত ন্যায়ভিত্তিক সমাজের দাবিই নতুন করে যেন উচ্চারিত হল সমবেত বলিষ্ঠ কণ্ঠে। তবে সেই রাতেরই আর জি কর হাসপাতালের সামনে প্রতিবাদী জন-অবস্থানকেই সুযোগ করে নিল সংশ্লিষ্ট দুষ্টচক্র।পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট হাসপাতা্লে কর্তৃপক্ষের আচরণে অসন্তুষ্ট কোলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আদালতের তত্ত্বাবধানে ঘটনার তদন্তের ভার ইতিমধ্যে সি বি আই এর উপর ন্যস্ত হওয়ায় ত্রস্ত হয়ে হাসপাতাল প্রশাসনের একাংশের মদত ও প্রশ্রয়পুষ্ট দুষ্টচক্র সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে এক ঢিলে কি একাধিক পাখি মারার চেষ্টা করেছিলো-এ প্রশ্নও জাগছে। খোদ কোলকাতায় এক সরকারি হাসপাতালের মধ্যেই কর্মরত এক পড়ুয়া চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষনের হাড়হিম করা ঘটনায় হতচকিত ত্রস্থ শুধু ঐ হাসপাতালের সহকর্মী চিকিৎসক ও ছাত্রসমাজ নয় নাগরিকবৃন্দ বিশেষত অভিভাবকবৃন্দও যাদের কন্যা সন্তা্নদের নাইট ডিউটি করতে হয়-আলোড়ন প্রতিবাদ শহর রাজ্য ছাড়িয়ে সারা দেশে-এমনকী দেশের বাইরেও। ছত্রিশ ঘন্টা একটানা দায়িত্ব পালন করে শ্রান্ত চিকিৎসক নাইট ডিউটির ফাঁকে চার তলায় চিকিৎসকদের রেস্ট রুম নিরাপদ ভেবে নিশ্চিন্তে বিশ্রামের সময় আক্রান্ত হওয়ার এই ঘটনায় অভিযুক্ত এক সিভিক পুলিশকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে।১২ঘন্টার মধ্যে অপরাধীকে গ্রেফতার করা গেছে পুলিশি সক্রিয়তায়, এমন একটি বার্তা প্রশাসনের শীর্ষমহল থেকে বারবার উচ্চকিতভাবে জ্ঞাপনের চেষ্টা হলেও কিছু সঙ্গত প্রশ্ন উঠেছে। এ ঘটনার বাড়তি গুরুত্ব হল ঘটনাস্থল নির্যাতিতা পড়ুয়া ডাক্তারের কর্মস্থল মহানগরীর এক সুপারস্পেশালিটি সরকারি হাসপাতাল আর জি করের এমন একটি স্থান যেটি সাধারনের প্রবেশযোগ্য নয় এবং যেখানে বিনা প্রয়োজনে যাবার কথা নয় পুলিশ ইতিমধ্যে যাকে গ্রেপ্তার করেছে সেই সিভিক পুলিশেরও। প্রশ্ন উঠছে একা ঐ সিভিক পুলিশের পক্ষে এমন ঘটনা ঘটানো সম্ভব কিনা-নাকি আরও কোন প্রভাবশালীরদের এবং বৃহৎ এক ষড়যন্ত্র আড়াল করতেই এই সিভিক পুলিশকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে? ঘটনাটি রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকার কিংবা মহানগরে অবস্থিত সুপারস্পেশালিটি সরকারি হাসপাতালগুলিতেও আভ্যন্তরীন প্রশাসন ও নজরদারিও দলীয় রাজনীতির অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপে শিকেয় ওঠার অভিযোগকে আপাতভাবে মান্যতা দিলেও তা হয়ত আরও কোন গভীরতর কারণের দিকও নির্দেশ করে । এক্ষেত্রে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে হাসপাতালেরই এক সিভিক পুলিশ গ্রেফতার হওয়ায় অনেকে তুলনা দিচ্ছেন প্রায় ৩৪ বছর আগে এই কোলকাতায় এক আবাসনে আই সি এস ই পরীক্ষার্থিনী হেতাল পারেখ কে একা পেয়ে হত্যা করে ধর্ষনের ঘটনায় অভিযুক্ত ঐ আবাসনের অন্যতম রক্ষীর ভূমিকা।এরপর কোন হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক নাইট ডিউটি করতে শঙ্কাজনিত কারনে রাজী হবেন কিনা সে প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। ধৃত সিভিক পুলিশের অতীত গুণপনা ও বিকৃতকাম মানসিকতা ব্যাখ্যা করতে অনেকে মৃতদেহের প্রতি যৌন আকর্ষনে সহবাসের প্রবৃত্তি ব্যাখ্যায় সাদত হাসান মান্টোর 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্পের কাহিনীও টেনে আনছেন। তবে এক্ষেত্রে ঘটনাটি নিছক যৌনলালসার কারণে সংঘটিত অপরাধ যদি না হয়ে থাকে তাহলে ধর্ষণ-খুন-ধর্ষণ কিংবা খুন-ধর্ষণ আখ্যানের মত এত সহজ সরল ব্যাখ্যান বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হতে পারে।

প্রসঙ্গত 'পরিবর্তনে'র পর পরই ঘটা পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ড থেকে আরম্ভ করে কামধুনি হাঁসখালির ঘটনায় রাজ্যের শাসক দল ও প্রশাসনিক প্রধানের কি মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিল তা রাজ্যবাসী সবাই হয়ত বিস্মৃত হননি। অনতি অতীতে কোলকাতায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় একযুগ আগে ২০১২য় পার্ক স্ট্রিটে যা পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ড নামে পরিচিত এবং যে ঘটনা আদালতের রায়েও প্রমানিত যদিও তখনও পলাতক মূল আসামী কাদের খান ও তার সঙ্গী ধরা পড়ে ২০১৫য় ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নির্যাতিতা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সুজেট জর্ডন এ পৃথিবীকে গুডবাই জানিয়ে চলে যাবার পর- হয়ত মাথার উপর বড় হাত থাকায়। প্রসঙ্গত পার্কস্ট্রীট গণধর্ষনকাণ্ডে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন উঠলেও তদন্তের আগেই প্রশাসনিক শীর্ষ মহল থেকেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় জানান হয়েছিল ,সাজানো ঘটনা-কোলকাতা পুলিশের তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধানকে সরতে হয়েছিল ভিন্নমত পোষন করে তদন্ত চালানোয়।রাজ্যের এক মহিলা সাংসদও তখন টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে অভিমত দিয়েছিলেন-ধর্ষন হয়নি। ওটা আসলে ওই মহিলা ও তার খদ্দেরের ভুল বোঝাবুঝি। এভাবেই অপরাধকে লঘু করার প্রয়াস চললেও পরবর্তীকালে আদালতের রায়ে কিন্তু ধর্ষনের অভিযোগ প্রমানিত।প্রসঙ্গত পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের পরের বছরই এশহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে বারাসতের কামধুনিতে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে একছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষনের পর যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল ঘটনাচক্রে তার সাথে অনেকটাই মিল পাওয়া যাচ্ছে আর জি করে পড়ুয়া চিকিৎসকের হত্যার।আর সেই কামধুনি কাণ্ডে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরেই কি মনোভাব ছিল এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট মামলার পরিনতি কি তা হয়ত রাজ্যবাসী ভুলে যাননি। হাঁসখালিতেও নাবালিকাকে গণধর্ষনেরপর বলা হয়েছিল , মেয়েটি কি রেপ হয়েছিল না প্রেগন্যান্ট ছিল লাভ অ্যাফেয়ার্স তো ছিলই। এপ্রসঙ্গে অনেকের স্মরণে আসছে মহিলাদের প্রতি এরকম জঘন্য অপরাধ এ রাজ্যে বারংবার ঘটলেও প্রশাসনের বিশেষ হেলদোল নেই বরং তদন্ত যথাযথভাবে শুরু না হয়ে নির্যাতিতার প্রতি ধেয়ে আসে কটাক্ষ ও অসংবেদনশীল মন্তব্য এমনকী প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকেও-সাথে টাকা বা চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মুখ বন্ধের চেষ্টা।স্বাভাবিকভাবে এরফলে তদন্তের অভিমুখও প্রভাবিত হয় সেভাবে। ধর্ষনজনিত এবিধ ঘটনাবলী ও তদজনিত তৎকালীন বিবিধ সামাজিক প্রতিক্রিয়া স্মরণে রেখে বিশ্লেষন করলে হয়তো এ সত্যও পরিস্ফুট হবে যে নারীর সম্ভ্রমহানি শুধু পুরুষেরা করেনা;নারীরাও করে-ধর্ষনের মত অপরাধে প্রধান অভিযুক্ত হয় একজন পুরুষ ।কিন্তু একজন ধর্ষিতা নারীর সম্ভ্রমহানি অনধিক দ্বিতীয়বার ঘটে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দোষীকে আড়াল কিংবা অপরাধ লঘু করতে গিয়ে তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই নিগৃহীতার চরিত্র কিংবা বয়ান নিয়ে প্রকাশ্য বিদ্রূপ মন্তব্যে এবং তা হতে পারে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে প্রশাসনের শীর্ষে বা ক্ষমতার অলিন্দে থাকা কারও দ্বারা কখনো বা কোন সেলিব্রিটি মাননীয়ার অবিবেচনাপ্রসূত প্রকাশ্য মন্তব্যেও। কিন্তু দুর্ভাগ্যের এ যে ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রেও নিগৃহীতার বয়ানকেও সন্দেহ করে তার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করতে বাধছে না বিশেষত অভিযুক্ত যদি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হয় কিংবা তার মাথার উপর রাজনীতির হাত থাকে। প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতেও নারীকে পন্য করতে এখন কোন ব্যক্তি মানুষের কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের বিবেকে বাধেনা। মহিলাদের চরিত্রহনন করতে ও তাদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে অবলম্বন করা হয় বিবিধ (অপ)কৌশলের। যৌন অপরাধের দায় ঝেড়ে ফেলতে অভিযোগকারিনী অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন এই ন্যারেটিভ নির্মানের উদ্দেশ্যে ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়া হয় সমাজমাধ্যমে। দেখা যাচ্ছে এর দ্বারা অভিযোগের যথাযথ তদন্তের পর বিচারের জন্য আদালতের আওতায় আসার আগেই রাজনৈতিক অভিভাবকেরাই ঠিক করে দিচ্ছেন কোনটা ঠিক কোনটা নয়-কোনটা ঘটেছে কোনটা নয়,কে সত্যবাদী কে মিথ্যেবাদী-কোনটি খুন কোনটি আত্মহত্যা-কোনটি ধর্ষন কোনটি নয় ইত্যাদি-তদন্তের অভিমুখও সেভাবেই নির্ধারিত হয়।ইতিমধ্যে শারীরিকভাবে যৌননিগৃহীতা একাধিকবার মানসিকভাবে নিগ্রহের শিকার হতে হয় সমাজপরিসরে অভিযোগের সত্যতার পক্ষে ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ত দিতে দিতে। তারপরেও থেকে যায় ধর্ষণ মামলায় আদালতে নির্যাতিতার সাক্ষ্যদানকালে জেরায় 'সম্মতি' প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ধেয়ে আসা অস্বস্তিকর খুঁটিনাটিসম্বলিত প্রশ্নবান মোকাবিলার পর্ব। প্রসঙ্গত এবারের মতো নাহলেও নির্ভয়া কাণ্ডের পরও দিল্লির বুকে দেখা গিয়েছিল এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রমী গণপ্রতিবাদ।ফলত হয়েছিল মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তি সংক্রান্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন কঠোর শাস্তি প্রদান এবং এ ধরনের অপরাধের পরিসর হ্রাস করার লক্ষ্যে।কিন্তু তার দ্বারা যে ঐ জাতীয় অপরাধের রাশ টানা গেছে এমনটি নয়। আর জি করে'রঘটনার পরে শাসকদলের কেউবা নিদান দিচ্ছেন এনকাউন্টার করে এই রকম খুনি বা ধর্ষকদের মেরে ফেলার যেহেতু আইনি প্রক্রিয়ায় বিচারে বিলম্ব ঘটে।ঘটন্া অভিঘাতে আবেগাপ্লুত সাধারণ মানুষের হাততালিও হয়ত পাওয়া যায় এতে দলীয় লক্ষ্যে সৃষ্ট প্রশাসনিক পঙ্গুতা ও অকর্মন্যতা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টায় । প্রসঙ্গত ২০১৯ এর নভেম্বরে হায়দ্রাবাদের কাছে ২৬ বছর বয়সী এক পশুচিকিৎসককে গণধর্ষন করে শাস্তি এড়াতে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে খুন করে দেহটি নিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া ধৃত অপরাধীদের এনকাউন্টারে মৃত্যু ঘটিয়ে শাস্তিদানে সাধারন জনতার তো বটেই নাগরিক সমাজের একাংশের প্রশংসা ও সমর্থন জুটেছিল পুলিশবাহিনীর কপালে-তাদের প্রাথমিক নিষ্ক্রিয়তা ও অকর্মণ্যতা ভুলেগিয়ে 'হাতে গরম' প্রতিকারে প্রকাশ পেয়েছিল উল্লাস।যদিও বিচারের আগে ঐভাবে ধৃতদের মৃত্যু ঘটানোয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণে কার্যত বিচারব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশে বা বিচারবিভাগকে পার্শ্বিকতায় নির্বাসিত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধেও উচ্চারিত হয়েছিল অনেক স্বর।বস্তুত এভাবে বিচারব্যবস্থাকে এড়িয়ে ধৃতকে শাস্তিপ্রদানের মানসিকতা ও প্রবণতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়।বরং ঐভাবে মৃত্যু ঘটিয়ে তথ্য প্রমাণ লোপাট করে আসল অপরাধীকে আড়াল করার এক সুযোগ চক্রান্তকারীর হাতে এসে যায়।

পার্ক স্ট্রিট কামধুনি হাঁসখালির তুলনায় বর্তমান ঘটনা এক অর্থে আরও মারাত্মক ও ভয়াবহ। সরকারি হাসপাতালের যে তলায় সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে ঐ হাসপাতালের একজন পড়ুয়া ডাক্তার ধর্ষিত ও হত হলেন ।আর হাইকোর্টের নির্দেশে সদ্য ছুটিতে যেতে বাধ্য হওয়া হাসপাতালের অধ্যক্ষ যার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তিনি ঘটনার পরে কটাক্ষ করলেন হত ও ধর্ষিতা ডাক্তার কেন রাতে সেমিনার হলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সে প্রশ্ন তুলে । ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের সর্বত্র জুনিয়র সরকারি ডাক্তাররা ইনটার্নরা স্নাতকোত্তর মেডিকেল ছাত্ররা নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন। প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে দেশব্যাপী ।এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হয়ত নিজের 'ইতিবাচক ও সহানভূতিশীল' ভাবমূর্তি প্রদর্শন করতেই সিবি আই তদন্তেও আপত্তি নেই জানিয়ে দিয়েছিলেন দশ তারিখেই অথচ দু'দিন পরেই শর্ত দিলেন পরবর্তী রব্বিার অর্থাৎ ১৮ তারিখ পর্যন্ত কোলকাতা পুলিশের তদন্তের গতিপ্রকৃতি ও সেসম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দেখে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যাতে প্রশ্ন উঠেছিল রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা কেন?চলতি তদন্তে না মৃতার পরিবার না চিকিৎসক ও ছাত্রসমাজ কেউ সন্তুষ্ট নন;বরং অভিযোগ উঠছে ঘটনায় জড়িত অন্য কাউকে আড়াল করার ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (যদিও এখনো সক্রিয় নয় রাজ্য মানবাধিকার কমিশন) ও জাতীয় মহিলা কমিশন।এ সংক্রান্ত এক জনস্বার্থ মামলায় কোলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন পুলিশি তদন্তে ও হাসপাতালের দায়িত্বজ্ঞানহীন অধ্যক্ষের কর্তব্যে অবহেলায়।অধ্যক্ষের এমনই দায়িত্ববোধ যে এত বড় একটি অপরাধের ঘটনা ঘটলেও তিনি এফ আই আর করার প্রয়োজন বোধ করেননি উল্টে ঐ চিকিৎসক কেন রাতে ওখানে ছিলেন সে প্রশ্ন তুলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করলেন ।প্রশ্ন উঠেছে হাসপাতালের পক্ষ থেকে কেন মৃতার বাড়িতে জানানো হল তাদের মেয়ে অসুস্থ বলে।পুলিশই বা কেন প্রথমে আত্মহত্যা-তত্ত্ব চালাতে চেষ্টা করল আর নিছক এক অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বলে কেসশুরু করল যেখানে খালিচোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল খুন ও ধর্ষনের ?কাকে আড়াল করতে-কারণ অনুমান করা হচ্ছে একাধিক ব্যক্তি ছিল ঘটনার সময় ধৃতের ছাড়াও।যে সিভিক পুলিশকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারও মাথার উপর ছিল 'দাদার'হাত।তাই গুণধর সে ছিল সব নিয়মের বাইরে এক সর্বশক্তিমান। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ থেকে অনুমেয় একা তার পক্ষেও এ অপরাধ সংঘটিত করা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত আর জি কর যে বিভিন্ন দুর্নীতির আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে তা এখন প্রায় সর্বজনবিদিত- সমাজ মাধ্যমে ছড়ানো এ ব্যাপারে বিভিন্ন অডিও ক্লিপ বা অন্যকোন বার্তার কথা ছেড়েই দিলাম স্বয়ং রাজ্যসভার প্রাক্তন দলীয়সদস্য ও ওই মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনী নিজেই আন্দোলনকারী পড়ুয়া ও জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঐ কলেজে চলা বিভিন্ন গুরুতর দুর্নীতির চক্রের শুধু যে উল্লেখ করেছেন তা নয় হাইকোর্টের নির্দেশে সদ্য ছুটিতে যাওয়া প্রাক্তন অধ্যক্ষকে প্রয়োজনে সিবি আই হেফাজতে নিয়েও জেরার কথা বলেছেন -যে জন্য অবশ্য তাঁকে দলীয় মুখপাত্রের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও সিবি আই তদন্তের দাবিতে শুনানীকালে হাইকোর্টে রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছিল রাজ্যপুলিশের শীর্ষ কর্তাদের নেতৃত্বে 'স্বচ্ছ তদন্ত' হচ্ছে কিন্তু সেই তদন্ত চলাকালীন সংস্কারের নামে তাড়াহুড়ো করে ঘটনাস্থল সেম্নিার হল সংলগ্ন মহিলা আবাসিক চিকিৎসকদের শৌচাগার ভেঙ্গে দেওয়া হল।অভিযোগ তথ্যপ্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যেই ওই অংশটি ভাঙ্গা হয়েছে কারণ আততায়ীরা ঐ শৌচাগার করেছিল দুষ্কর্ম সম্পাদনের পরে। প্রশ্ন উঠেছে রবিবারে সংস্কারের সিদ্ধান্ত হলো আর সোমবারেই কাজ আরম্ভ হয়ে গেল-কার আদেশে-কোন বরাতের ভিত্তিতে? এতোই জরুরি ছিল কি সেই সংস্কার কাজটি? অনুমান করা যায় যে হয়ত পরিকল্পনা ছিল রবিবার পর্যন্ত সময় পেলে সব তথ্যপ্রমাণ লোপাট করে দেওয়া যাবে সিবি আই তদন্তভার(যদি আদৌ দেওয়া হতো) নেওয়ার আগেই। এরপর বলে দেওয়া যাবে দেখলে তো সিবি আই তদন্ত করেও কিছু পাওয়া গেল না। যাকে অভিযুক্ত বলে ধরা হয়েছে সেও ছাড়া পেয়ে যাবে একসময়।কিন্তু সে প্ল্যান ভেস্তে গেল মঙ্গলবারেই হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের আদেশ দিলে। তখনই তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মরীয়া চেষ্টায় হয়ত নতুন পরিকল্পনা হয় কারণ ইতিমধ্যে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক অডিও ক্লিপ এ ঘটনার পেছনে অন্য গুরুতর কারণগুলির ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়ে গেছে;কোন কোন দৈনিকের অন্তর্তদন্তেও উঠে আসছিল কোন ষড়যন্ত্র জেনে ফেলায় ও প্রতিবাদে সমাজমাধ্যমে তা প্রকাশ করে দেওয়ার কথা জানাতেই সেই দুষ্টচক্র সেই পড়ুয়া চিকিৎসককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাটি।সেসময়ই হাতে এসে যায় পড়ুয়া খুনে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ এর মাঝেই ১৪-১৫ রাতে রাত দখলের ডাকের প্রেক্ষিতে আর জি করে'র সামনে জমায়েতের সুযোগটি।এই প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে সে রাতে আর জি করে হামলার ঘটনাটি। সেই মধ্যরাতে যখন টিভির পর্দায় বিভিন্ন স্থানে মোমবাতি হাতে বিপুল জমায়েত দেখে ও ঘরে ঘরে শঙ্খবাদনের মাধ্যমে জনজাগরনে সবাই যখন উদ্দীপিত তখনই দেখা গেল লাঠিসোটা হাতে একদল লোক ভাঙচুর আরম্ভ করল(অভিযোগ বাইরে থেকে লোক আনা হয়েছিল লরী করে) আর জি কর হাসপাতাল চত্বরে।তারা হাসপাতা্লে প্রতিবাদ মঞ্চ ভেঙ্গে দেয়-প্রতিবাদী ডাক্তারি পড়ুয়াদের মারধোর করে-এমনকী এমার্জেন্সী রুমটি ভেঙ্গে তিনতলা পর্যন্ত উঠে ই এন টি বিভাগেও ভাঙচুর চালায়।তবে সৌভাগ্যবশত চারতলায় সেমিনার হলটিতে হাত পড়েনি হয়ত ভাড়াকরা লেঠেলরা সঠিক ভাবে স্থান না চেনার জন্য। এই দুষ্কৃতিরা কারা এই কাজ বিচার করতে গেলে প্রশ্ন জাগবে কাদের বা কোন দলের লাভ হবে এই ভাবে ভাঙচুর করলে? সহজেই অনুমেয় উত্তরের মাঝেই নিহিত সেখানে উপস্থিত এক বিশাল পুলিশবাহিনীর ঘটনার সময় নিষ্ক্রিয় থাকার যাদুমন্ত্রের রহস্যটি। কেন তারা চোখের সামনে হাসপাতা্লের এত জরুরী জিনিস ভাঙচুর হচ্ছে দেখেও একবার লাঠিহাতেও তাড়া করল না? নগরপাল এসে সংবাদমাধ্যমকে যাদের অনেকের দৌলতে ইতিমধ্যে হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে চলা দুর্নীতির চক্রগুলি এবং ঘটনার পর হত চিকিৎসকের বাবা মায়ের প্রতি হাসপাতাল ও পুলিশ প্রশাসনের মিথ্যাচারিতা ও অসংবেদনশীলতার সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে তাদেরকেই একহাত নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এই কাজে সময় ব্যয় না করে নিজের বাহিনীকে কেন দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে নির্দেশ দিলেন না-এতো রাতে জমায়েত হওয়া বিপুল সংখ্যক মহিলার নিরাপত্তার কথা ভেবেও-সেও বড় রহস্যের।ফলত দুষ্কৃত্কারীরা বিনাবাধায় গুণ্ডামি ও ভাঙচুর করে চলে গেল-কারণ প্রশাসনিক প্রধানের ভাষায় পুলিশ 'সংযম' দেখিয়েছে সেজন্য তিনি সন্তুষ্ট। বোঝা গেল না দুষ্কৃত্কারীরদের প্রতি 'সংযম' দেখানোর প্রয়োজন হল কেন?যাতে তারা অবাধে ভাঙচুর করে তথ্য প্রমাণ কিছু থাকলে লোপাট করতে পারে সেজন্য? এই পুলিশই তো ক'দিন আগে প্রতিবাদকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের হাসপাতালের মধ্যে লাঠিপেটা করেছে!তবে ঐ আক্রমন ও ভাঙচুরের দ্বারা তথ্য প্রমাণ লোপাট ছাড়াও আরও দু'টি উদ্দেশ্য সাধনের ভাবনা থেকে থাকতে পা্রে।সেগুলি হল খুন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে শুরু হওয়া আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করা যাবে এবং রাত দখলের আহ্বানে প্রায়ই একই সময়ে জমায়েত হওয়া নাগরিক সমাজকে ভয় পাইয়ে দেওয়া যাবে এবং সংবাদ মাধ্যমকে লাইভ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের এভাবে পথে নেমে প্রতিবাদে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রণের ছবির প্রচার বন্ধ করে দুষ্কৃতিদের এই তাণ্ডবলীলার চিত্রই দেখাতে হবে।প্রতিবাদের আগুনকে এত ভয়! ফিরে আসি গোড়ার কথায়। ভ্রষ্টাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদের নবরুপ নতুন পথ দেখলো আবিশ্ব ২০২৪এর ১৪-১৫ই আগস্টের সন্ধিক্ষণে।এ জাগরণ চিরস্থায়ী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের এ বিস্মৃত হলে চলবে না। ভাবতে ইচ্ছে করছে দেশের আটাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের যাত্রার প্রথম লগ্নেই নব জনজাগরণের দিশায় সুস্থ সুন্দর প্রভাতের আশায় শুরু শর্বরীর প্রতীক্ষা হৃদয়ে বহন করে যেন নিরুচ্চারিত এই বার্তা -'সুচেতনা এইপথে আলো জ্বেলে ,এপথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে ও বিচারের দাবিতে সিউড়ির সাংস্কৃতিক কর্মীদের আহ্বানে কার্যত স্তব্ধ হল সিউড়ি শহর। সাংস্কৃতিক কর্মীরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেন। সিউড়ি রবীন্দ্র সদন থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে সার্কিট হাউস পর্যন্ত গিয়ে এই মিছিল শেষ হয়। সাংস্কৃতিক কর্মীরা নাচে গানে অংকন ও আবৃত্তির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান।

আরজি করে চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের বিচার চেয়ে বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালো বামপন্থী ছাত্র যুব ও মহিলা গণসংগঠনের সদস্যরা। মঙ্গলবার পুলিশ লাইন রেডক্রস সোসাইটির গেট থেকে মিছিল করে তাঁরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে আসেন, এখানেই তাঁরা গেটে দাঁড়িয়ে বিচার চেয়ে বিক্ষোভ দেখান।

সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে অবস্থান বিক্ষোভ করল সিউড়ি শহর কংগ্রেস। প্রতিবাদে সামিল এক খুদেও।

আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভে সামিল হল ছাত্রছাত্রীরা। মঙ্গলবার সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল বের করে।

ফের বৈঠকে আলুর ন্যায্যমূল্য ধার্য মালদার জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আলুর ন্যায্য মূল্য যাতে প্রতিটি বাজারে থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নির্দিষ্ট দাম ধার্য করে দিয়েছিল জেলা প্রশাসন। কিন্তু কিছুদিন ধরে আচমকাই মালদা জেলার একাংশ আলু ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট শুরু করায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পাইকারি বাজার। বাড়তে শুরু করেছিল আলুর দাম। সেই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই আবারও বৈঠক করে সমস্যার সমাধান করলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

মঙ্গলবার মালদার কালেক্টরেট ভবনে আলুর পাইকারি ব্যবসায়ী এবং হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এই বৈঠকেই আলুর দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেন জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া। তিনি বলেন, ন্যূনতম ২০ থেকে ২২ টাকা কিলো দরের মধ্যেই আলুর দাম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু মালদার বাজারে হঠাৎ করেই আলুর দাম আবারো বাড়তে শুরু করেছিল। সেদিকেই লক্ষ্য রেখেই এদিন প্রশাসনিক বৈঠক করে বাড়তি দামের সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে এক আলু ব্যবসায়ী পঙ্কজ কুমার সরকার বলেন, 'ছোট জাতের যে আলুগুলি রয়েছে, সেগুলি মালদা সহ এরাজ্যে বিক্রি কম হয়। এই ছোট জাতের আলুগুলি মূলত ঝাড়খন্ডে বেশি চাহিদা রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গাড়ি ঝাড়খন্ডে যাওয়ার আগেই পুলিশ ধরে হয়রানি করছে। কাঁচামালের গাড়ি আটকে দেওয়া হচ্ছে। তাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। এব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল না। ফলে আলু সরবরাহ ও বাজারে কেনাবেচার ক্ষেত্রেই বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। এজন্য ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কিলো দরে মালদার বাজারে আলু বিক্রি হচ্ছে। যদিও প্রশাসনের আশ্বাসে এদিন থেকে আমরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছি। আশা করি আলুর দাম ২২ থেকে ২৪ টাকার মধ্যেই নেমে আসবে।'

মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'আলুর দাম নিয়ন্ত্রণের বিষয় নিয়ে হিমঘর কর্তৃপক্ষ এবং পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। তাঁদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে এবং আরও দাম কমাতে বলেও এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত পাইকারি ব্যবসায়ী ও হিমঘর কর্তৃপক্ষদের জানানো হয়েছে।'

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

Ref No. 238/BGP/2024, Date- 20-08-2024

বেড়াবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা এবং অর্থও পরিকল্পনা উপসমিতির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেড়াবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী কমিশন ও ভাতা ভিত্তিক কর আদায়কারী নিয়োগের জন্য বেড়াবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নাগরিকদের নিকট থেকে নিম্নের শর্ত অনুযায়ী আবেদন পত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

শর্তাবলীঃ

১) আবেদনকারী অবশ্যই বেড়াবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। ২) বয়স ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সক্ষম হতে হবে। ৩) শিক্ষাগত যোগ্যতা কম পভে মাধ্যমিক পাস বা সমতুল্য হতে হবে। ৪) নির্বাচিত আবেদন কারী কে এক হাজার টাকা জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট জমা রাখতে হবে। ৫) কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাবে (সরকারী সংস্থা হতে হবে)। ৬) উপরিউক্ত নিয়োগ কমিশন ও সাম্মানিক ভাতা ভিত্তিক। ৭) ইহা চুক্তিভিত্তিক এবং দুবছর অন্তর পুনঃনবীকরণ হইবে। ৮) সাইকেল চালানো সক্ষম হইতে হবে। ৯) OBC দের ক্ষেত্রে তিন বছর, ST ও SC দের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর বয়সের ছাড় পাবে।

আবেদনকারী উপরি উল্লেখিত সমস্ত নিয়মাবলী মেনে সাদা কাগজে আবেদন করবে।

আবেদন পত্র পৌঁছানো চাই- প্রধান বেড়াবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম + পোষ্ট- বেড়াবেড়িয়া, থানা- আমডাঙা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। এই ঠিকানায় আগামী ইংরাজি **২০-০৮-২০২৪ থেকে ১১-০৯-২০২৪ তারিখ বিকেল চার টার মধ্যে,** শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জমা দিতে হবে, **email বা post** এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ যোগ্য হবেনা।

আদেশানুসারে,
প্রধান, বেড়াবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

W.B. State Govt. Employees' Co-Operative. C.S. Ltd.
Chinsurah, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

সুধী, তাং ২০/০৮/২০২৪

এতদ্বারা সমিতির সদস্যদের জানানো যাইতেছে যে, পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন ইং **২২/০৯/২০২৪ (রবিবার)** তারিখে হইবে। বিশেষ অবগতির জন্য সমিতির সদস্যরা সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

সমবায় পরিদর্শক
সদর, হুগলী

অভয়নগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম: অভয়নগর, পোষ্ট: সাহেবনগর, জেলা: নদীয়া, পিন: ৭৪১১৫৬
রেজি নং: ৩১৯(এন) তারিখ: ১৮/০৫/১৯৬৪

স্মারক নং ০১/অভয়নগর/এ.আর.ও/২০২৪ তারিখ-২০/০৮/২০২৪

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অভয়নগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি: এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগনকে জানাইতেছি যে সমিতির পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচন উপলক্ষে আগামী ২২/০৮/২০২৪ তারিখে নির্বাচন ক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হইবে যাহা উক্ত বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যাগন এর কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিত ভাবে ইং **২৭/০৮/২০২৪ ও ২৮/০৮/২০২৪** তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারিবেন। উপরিউক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং. ৩০/০৮/২০২৪ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (Assistant Returning Officer, Abhaynagar S.K.U.S. Ltd.) দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হইবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত / মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং **০৬/০৯/২০২৪** তারিখে প্রকাশিত হইবে। উল্লেখ্য উক্ত তালিকা গুলি সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হইবে।

বিঃ দ্রঃ- অনিবার্য কারণ বশত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
অভয়নগর সঃ কৃঃ উঃ সঃ লিঃ

শতাধিক বিজেপি কর্মীর তৃণমূলে যোগদান বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২০২৩ সালে অক্টোবর মাসে কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এবার ওই বিধায়কের হাত ধরে কোতুলপুরে তৃণমূল কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। কোতুলপুর ব্লক এলাকা থেকে ৫০টি পরিবারের মোট শতাধিক বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগদান করলেন। ওই কর্মীদের উত্তরীয় ও তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হাতে তুলে দেন কোতুলপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তরুণ কুমার নন্দীগ্রামে ও কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহার।

কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের দাবি আগামী দিনে কোতুলপুরে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আজ থেকে তা শুরু হলো। এই যোগদানের তৃণমূল কংগ্রেসের হাত আরো শক্তিশালী হলো। বিজেপি শূন্যের দিকে যাবে। বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান হওয়া এক কর্মী জানান তৃণমূলে যোগদান হওয়ার একটি কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সারা পশ্চিমবঙ্গে যে উন্নয়ন করেছেন তাই তারা তৃণমূলে যোগদান করেছে। তিনি এও জানান গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জন্য বিজেপি দল নয় গরিব মানুষের জন্য তৃণমূল দল।

কোন বিজেপি কর্মী তৃণমূলে বা অন্য কোন দলে যোগদান করতে পারে না। তবে কিছু ধান্দাবাজ লোক কোন সময়ে বিজেপি করতে এসেছিল, ধান্দা ফুরিয়ে গেছে আবার তৃণমূলে যোগদান করেছে। তবে দলের মধ্যে কারও রাগ অভিমান থাকলে সে দলকে জানাতে পারতো।

নিরাপত্তার দাবি স্বাস্থ্যকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এবার সরব হল গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা সকাল থেকে ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড়ে জমায়েত হওয়ার পর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদ সভা করে। জেলার গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মহিলা কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি তোলেন। সেই সঙ্গে আরজি কর হাসপাতালে ঘটনায় দোষীদের শাস্তি দাবি করে স্লোগান দেন। এদিনের কর্মসূচিতে আশা কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, আইসিডিএস কর্মী, ভিআরপি কর্মীরা সম্মিলিতভাবে পাঁচমাথা মোড় ঘেরাও করে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। যার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ৯ নম্বর রাজ্য সড়ক।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India **BOI** Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৯.১২.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী সুমিত মন্ডল** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৩,৯১,৬৪০.৫০ টাকা (তেইশ লাখ একানব্বই হাজার ছশো চল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২০ আগস্ট ২০২৪।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বাঁকুড়া শাখার** নিকট বকেয়া পরিমাণ **২৩,৯১,৬৪০.৫০ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং নির্মাণ, সুমিত মন্ডলের নামে পরিমাণ ০৩ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : উপরবাঁধা, এলআর প্লট নং ৫৯৪, এলআর খতিয়ান নং ২৬৩, জেএল নং ২৯১, থানা এবং জেলা : বাঁকুড়া, নাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অকুল মন্ডলের খালি জমি, দক্ষিণে : ভোলানাথ মন্ডলের ভবন, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : সাধন মিশ্রর খালি জমি।

তারিখ- ২০.০৮.২০২৪
স্থান- বাঁকুড়া

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

আরজি কর কাণ্ডে অবরোধ আদিবাসী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরজি করের ঘটনার পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে পূর্ব বর্ধমানের এক আদিবাসী তরুণী খুনে যুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে পথ অবরোধ করলেন আদিবাসী সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের সদস্যরা। মঙ্গল বার সকাল থেকে ওই সংগঠনের সদস্যরা গঙ্গাজলঘাটির অমরকানের কাছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। দিনের ব্যস্ততম সময়ে এই অবরোধের জেরে আটকে পড়ে অসংখ্য যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহন।

অবরোধকারী ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে আরজি কর কাণ্ড ও পূর্ব বর্ধমান জেলার এক আদিবাসী তরুণী খুনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলা হয়েছে, অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আর তা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও

হুঁশিয়ারি দেন। পরে অবরোধস্থলে পৌঁছয় গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে আলোচনা শেষে অবরোধ উঠে যায় বলে জানা গিয়েছে।

মৃত হস্তি শাবকের স্মৃতিতে হাতিমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মঙ্গলবার সাঁকরাইল ব্লকের বীরভাষা ও বালিভাষা এলাকায় একটি মৃত হস্তি শাবকের আত্মার শান্তি কামনা করে হাতিমেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

২০২১ সালের ২০ অগস্ট ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের বীরভাষা ও বালিভাষা এলাকায় একটি হস্তি শাবকের মৃত্যু হয়। ওই হস্তি শাবকের মৃত্যুর পর তৈরি হয় শাবকটির কংক্রিটের মূর্তি। প্রতি বছরের মতো মঙ্গলবার গ্রামবাসীরা তার আত্মার শান্তি কামনায় পুজোপাট করে মেলার আয়োজন করে। হাতিমেলা উপলক্ষে দু'টি গ্রামের বাসিন্দারা ঝুমুর গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ওই দু'টি গ্রামের বাসিন্দারা। এলাকার মানুষজন মেলায় সামিল হন।

স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত মাহাত জানান, জঙ্গলমহলের মানুষ হাতিকে দেবতা হিসেবে পুজো করেন। হাতি

ঘরবাড়ি এবং ফসলের ক্ষতি করে, এমনকি হাতির হানায় প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটে। তা সত্ত্বেও জঙ্গলমহলের মানুষ হাতিকে ঠাকুর হিসেবে পূজা করেন। এজন্য সেই হস্তি শাবকটির আত্মার শান্তি কামনা করে হাতিমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবার তৃতীয় বছরের মেলাতেও ঝুমুর গান সহ বিভিন্ন নাচগানের আয়োজন করা হয়। খড়গপুর বনবিভাগের পক্ষ থেকে দু'দিন ধরে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। সোমবার তা শেষ হয়েছে। এদিন বিকেলে বন দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও বড় ধরনের অনুষ্ঠান হবে।

SBFC

রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই- ৪০০০৫৯ | টেলিফোন : +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ | ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ | www.SBFC.com | কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, **এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড কর্তৃক দায়বদ্ধ অনুমোদিত স্বর্ণালংকার নিলাম করা হবে ২৭.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, ডালহৌসি শাখা-ডালহৌসি, স্টিফেন হাইস, একতলা, ৬ই আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিং এর বিপরীতে, কলকাতা -৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায়। স্বর্ণালংকার যেসকল বিভিন্ন লোন অ্যাকাউন্টধারী গ্রাহক তাদের বকেয়া আদায় দিতে পারেননি তাদের। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের আমাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে যথাযথভাবে। সংশ্লিষ্ট স্বর্ণালংকারসমূহ লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে বিভিন্ন গ্রাহক কর্তৃক দীর্ঘদিন আমাদের নিম্নোক্ত শাখায় বকেয়া আদায় দেওয়া হয়নি নিলাম করা হবে বকেয়া আদায়ের জন্য। **শাখা ডালহৌসি** : এপি০০৪৪০৬২১।

আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, যোগাযোগ নং(গুলি) : ১৮০০-১০২-৮০১২ (এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড কোনও পূর্ব নোটিশ ব্যতীতই নিলাম, নিলাম প্রক্রিয়াধীন অ্যাকাউন্ট নং এবং/স্থগিত/ বাতিলের অধিকার রাখে।)

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা (গণ) অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা, এ/সি নং	সম্পত্তিসমূহ/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি কল্পনা দাস** স্বামী প্রয়াত বাসুদেব দাস গ্রাম - হরিপুর, জেলেপাড়া, পো. অক্ষয়নগর, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৪৭ **শ্রী আশিস দাস (বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত বাসুদেব দাস, গ্রাম - হরিপুর, জেলেপাড়া, পো. অক্ষয়নগর, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৪৭ **লোন অ্যাকাউন্ট নং** **৩১৭৮৫৬৮৫৮১৯**	অংশ-১ (অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়বদ্ধ সম্পত্তি ,যেমন চলাতি সম্পদ -মজুত, লেনদেনের মজুত, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার এবং সমুদয় চলতি সম্পদ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি যা কোম্পানির নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে (তপশিল বি)। অংশ -২ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ এরিয়া ০৮ শতক , তৌজি নং ২৭৩২, মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, সাবেক খতিয়ান নং ২, আরএস খতিয়ান নং ৫০১, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৭৮, সাবেক দাগ নং ৪৩৩/৪৩১, হাল দাগ নং ৭৩০/৮৯৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২৫-১৯৯৩ সালের, তারিখ ০৮.০১.১৯৯৩। রেজিস্ট্রিকৃত এসআরও কাকদ্বীপ (বুক নং ১,ভলুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৪) আশিস দাসের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : কার্তিক দাসের জমি, দক্ষিণে : বাসুদেব দাসের জমি, পূর্বে : বসবাসের জমি দাগ নং ৭৩০/৮৯৪, পশ্চিমে : চলার পথ।	১২.০৮.২০২৪	১৩.০৬.২০১৬	**৭৬,৯৬,৭৮৯.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ উননব্বই টাকা) ১২.০৮.২০২৪ অনুযায়ী।** সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।
২	**ঋণগ্রহীতা :** **প্রয়াত শ্রী বাসুদেব দাস** **১. শ্রীমতি কল্পনা দাস (জামিনদাতা)** (প্রয়াত বাসুদেব দাস-এর স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী) **২. শ্রী আশিস দাস** (প্রয়াত বাসুদেব দাস-এর পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী) **৩. শ্রী দেবাশিস দাস** (প্রয়াত বাসুদেব দাস-এর পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী) **ঠিকানা** - গ্রাম - হরিপুর, জেলেপাড়া, পো. অক্ষয়নগর, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৪৭ **৪. শ্রীমতি অনিমা দাস** (শ্রী তপন দাস-এর স্ত্রী, প্রয়াত বাসুদেব দাস-এর কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী) **ঠিকানা** - গ্রাম এবং পোস্ট অফিস - শিবকালীনগর, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড - ৭৪৩৩৪৭ **লোন অ্যাকাউন্ট নং :** **৩৩৭২৮৮৯১৩৬০ (এসিসি)**	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাণ ৭ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা :কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৪৩১ এবং ৪৩৩,আরএস দাগ নং ৭৩৭/৮৯৪,খতিয়ান নং ৫০১, থানা: কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৫৭৮-১৯৯৬ সালের, প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭,হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল উল্লেখ্য নং ১-১২০-১৯৯৩ সালের, প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে। ৩. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭, হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,রেজিস্ট্রিকৃত দলিল উল্লেখ্য নং ১-১২২-১৯৯৩ সালের, প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে। ৪. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭, হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২১-১৯৯৩ সালের, প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।	১২.০৮.২০২৪	৩০.০৪.২০১৩	**১,০৬,২২,১০৬.৯২ টাকা (এক কোটি ছয় লাখ বাইশ হাজার একশ ছয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী।** সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

দ্রষ্টব্য - ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের সকল নোটিশ প্রত্যাহার করা হল

তারিখ : ২১.০৮.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

এনপিআর ফাইন্যান্স লিমিটেড
৭ম তল, ইউনিট নং ৬১১, অ্যাডভেনটেজ ইনফিনিটি@৫, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর - ৫, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
CIN : L65921WB1989PLC047091
ই-মেইল- npr1@nprfinance.com ফোন নং - ০৩৩ ৪৮৪৯ ৬৪৯০
ওয়েবসাইট : www.nprfinance.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে, সকাল ১১.৩০টায়, আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর অধীন প্রণীত বিধিগুলি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধানগুলির সাথে পঠিত সমস্ত প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০১৫ সালের, সেবি সার্কুলার নং (ক) SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে ২০২০, (খ) SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11, তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, (গ) SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2022/62, তারিখ ১৩ মে, ২০২২, (ঘ) SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ (ঙ) SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩, পঠিত এমসিএ সার্কুলার নং (ক) ১৪/২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, (খ) ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০ (গ) ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০ (ঘ) ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ (ঙ) ১৯/২০২১, তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ (চ) ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ (ছ) ২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ (জ) ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (ঝ) ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সেবি সার্কুলার দ্বারা জারি করা হয়েছে এই বিষয়ে সময়ে সময়ে এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার সহ অনুযায়ী।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এবং তালিকা প্রবিধানের সাথে পঠিত, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিন সহ)।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪ সহ এজিএম-এর নোটিশ শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে নিবন্ধিত ('আরটিএ') মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড। এটি এখানেও প্রদর্শিত হয় (ক) কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.nprfinance.com), (খ) মেসার্স সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) (www.evotingindia.com) এর ওয়েবসাইট, যা ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে; এবং (গ) বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত। কোম্পানির ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার লিঙ্কটি এখানে রয়েছে https://nprfinance.com/wp-content/uploads/2024/08/Annual-Report-2023-2024-1.pdf

আরও জানানো হচ্ছে :

১. ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে ব্যবসা লেনদেন করা যেতে পারে।
২. শুধুমাত্র সভায় উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সভায় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
৩. একজন সদস্য তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরেও সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে, কিন্তু এজিএম-এ আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধার জন্য নির্দেশাবলীর রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে।
৫. দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সকাল ৯টায় এ শুরু হবে এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫টায় শেষ হবে। এর বাইরে, দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
৬. ভোটদানের জন্য যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের কাট-অফ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে।
৭. যে ব্যক্তিরা শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন এবং ই-মেইল পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, তারা কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন investors@nprfinance.com/nichetechpl@nichetechpl.com ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে।
৮. একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং/বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এজিএম চলাকালীন।
৯. সদস্য যারা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করেছেন বা যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানি/আরটিএ-কে নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণ প্রদান করে ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন শংসাপত্র পেতে পারেন investors@nprfinance.com/nichetechpl@nichetechpl.com-এ ই-মেইল করে (ক) বিশদ বিবরণ যেমন ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের স্ক্যান কপি), আধার (স্বপ্রত্যয়িত আধার কার্ডের স্ক্যান কপি) investors@ nprfinance.com/nichetechpl@nichetechpl.com-এ ই-মেইল করে পাঠাতে হবে - **শারীরিক শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে।** (খ) **ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে** - অনুগ্রহ করে আপনার ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর সাথে। (গ) **স্বতন্ত্র ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য** - অনুগ্রহ করে আপনার ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি)-এর সাথে যা ই-ভোটিং এবং ডিপোজিটরির মাধ্যমে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে যোগদানের সময় বাধ্যতামূলক।
১০. ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডাররা যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরির সাথে তাদের ই-মেইল আইডি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানি বা আমাদের আরটিএ (৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭, যোগাযোগ নং (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮-এ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ই-মেইল (nichetechpl@nichetechpl.com), ফর্ম আইএসআর-১ জমা দিয়ে। আরও, প্রয়োজনীয় ফর্ম সহ এই বিষয়ে সমস্ত বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.nprfinance.com) পাওয়া যাবে।
১১. সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিং-এ অংশ নেওয়ার বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১০ ৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১০ ৯৯১১-এ যোগাযোগ করুন। আপনি শ্রীমতি ঋত্বিকা বর্মা, কমপ্লায়েন্স অফিসার, ৭ম তল, ইউনিট নং ৬১১, অ্যাডভেন্টেজ ইনফিনিটি@৫, স্ট্রিট নং.১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১, টেলিফোন নম্বর (০৩৩) ৪৮৪৯ ৬৪৯০, ই-মেইল investors@nprfinance.com সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২০.০৮.২০২৪

বোর্ডের আদেশক্রমে
ঋতিকা বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এফ১০২৯১

মালদা মেডিক্যালে বেতন না মেলার দাবি, কাজ বন্ধ ট্রমা কেয়ার ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চিকিৎসকদের কর্মবিরতির মধ্যেই এবার বেতন না মেলায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ট্রমা সেন্টার কেয়ার ইউনিটের কর্মীরা কাজ বন্ধ করে দিলেন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেডিক্যাল কলেজের ট্রমা সেন্টার কেয়ার ইউনিটের সামনে প্রায় ১০০ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী বিক্ষোভ, অবস্থানে বসে পড়েন।

চুক্তিভিত্তিক বিক্ষোভকারী কর্মীদের দাবি, 'একটি সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। গত মাসের বেতন দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি এখন বলা হচ্ছে নতুন করে কাজ পেতে গেলে ঘুষ দিতে হবে অন্য একটি সংস্থাকে। যারা নাকি এই ট্রমা সেন্টার কেয়ার ইউনিটের চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের নতুন করে দায়িত্ব পেতে চলেছে। এরকম দাবি আমরা মানব না।' নিজেদের কাজের স্থায়িত্ব এবং গত এক মাসের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে কর্মবিরতি ডাক দিয়ে এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইউনিটের কর্মরত কর্মীরা মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছেও একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

এদিকে কলকাতার আরজি কর কাণ্ডের জেরে এখনও জুনিয়র এবং সিনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন মালদা মেডিক্যাল কলেজে। যার ফলে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েও চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে রোগী ও তাদের আত্মীয়দের। এই পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার থেকে ট্রমা সেন্টার কেয়ার ইউনিটের কর্মরত প্রায় ১০০ জন কর্মী নতুন করে বিভিন্ন দাবি নিয়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। যার ফলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবা লাটে উঠেছে বলে অভিযোগ। চুক্তিভিত্তিক এই কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন ওয়ার্ড বয় ও ওয়ার্ড গার্লস, সুইপার, নিরাপত্তারক্ষী, হাউসকিপিং।

এদিন আন্দোলনকারী ট্রমা সেন্টার কেয়ার ইউনিটের কর্মী সুমন দাস, বিট্টু বর্মনদের দাবি, 'বিগত দিনে আমাদের একটি সংস্থার মাধ্যমে এখানে কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। ৮ হাজার ৫০০ টাকা মাসিক সাম্মানিক আমাদেরকে দেওয়া হয়। তাতে কোনও রকমের সংসার চলছে। এখন একটি নতুন সংস্থা এই সেন্টারের দায়িত্ব পাচ্ছে। গত মাসের বেতন আমরা পাইনি। এমনকি মোটা টাকা ঘুষ না দিলে নতুন এই সংস্থা সংশ্লিষ্ট ইউনিটে কর্মরত কর্মীদের কাজে রাখবে না। এর ফলে আমাদের রুজি -রোজগারের চরম সমস্যা দেখা দেবে। পুরো বিষয়টি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে। কিন্তু তারা কোনও হেলদোল দেখাচ্ছে না। এর ফলে বাধ্য হয়ে এদিন কর্মবিরতি ডাক দিয়েই বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।'

মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ট্রমা কেয়ার ইউনিটের ফেসিলিটিটা একটি এজেন্সির মাধ্যমে হয়ে থাকে। সেখনকার একাংশ কর্মীরা বেতন এবং কাজের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছে ও কর্মবিরতি চালাচ্ছে। বিষয়টি জানার পর আমরা স্বাস্থ্যভবনে জানিয়েছি। যে সংস্থাটির মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কাজ করছিল, বেতনের বিষয়টি নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'প্রতিবাদের আর এক নাম মৃত্যু'

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মৌন মিছিল করায় হুমকি পোস্টার নদিয়ার স্কুল গেটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে দেশজুড়ে মানুষ নেমেছে রাস্তায়। ঘটনার প্রতিবাদে সারাদেশে চলছে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সহ মশাল মিছিল। নদিয়ার পাশাপাশি কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া রেলবাজার ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিলে সামিল হয়েছিল। গত শনিবার স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে একটি মৌন মিছিল বের করা হয়। মঙ্গলবার সকালে ছাত্রছাত্রীরা যখন স্কুলে আসে তখন দেখে বিদ্যালয়ের দেওয়ালে ও গেটে হুমকি দিয়ে পোস্টার পড়েছে প্রতিবাদের আর এক নাম মৃত্যু। এই ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। স্কুল প্রাঙ্গণে ছড়ায় তীব্র আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য। অভিভাবকরা এই খবর পেয়ে তারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

অভিভাবকরা জানান, তাঁদের লক্ষীর ভান্ডার প্রয়োজন নেই, সেই টাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করুক মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এই পোস্টার বা হুমকিতে কোনও ভাবেই ভীত নয়। তারা বলে, প্রয়োজনে তারা জীবন দিতে প্রস্তুত তবু তারা আন্দোলন থেকে এক ফোঁটা সরবে না, যতদিন না দোষীরা শাস্তি পায়। ছাত্রীরা ক্ষোভের সঙ্গে বলে তাদের কন্যাশ্রীর টাকার দরকার নেই তারা চায় নিরাপত্তা।

তবে রাজ্যের মধ্যে ঘটে চলা নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে মিছিল করার যেখানে হুমকি পোস্টার পড়ল স্কুল প্রাঙ্গণে, সেখানে আবারও এই রাজ্যের স্কুলছাত্রীদের নারী সুরক্ষাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে নিয়ে এসে দাঁড় করাল বলেই মনে করছেন অভিভাবকদের একাংশ।

আরজি কর-নান্দুর কাণ্ডের প্রতিবাদে অবরোধ ভারত জাকাত মাঝি পারগানার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আরজি করের ঘটনা এবং পূর্ব বর্ধমানের নান্দুর ঝাপানতলা এলাকার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতীকী পথ অবরোধে নামল ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় কমিটি এবং রাজ্য কমিটির নির্দেশ মতোই গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতীকী পথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয় জেলায় জেলায়।

এদিন পূর্ব বর্ধমানের সাতগাছিয়া মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন সংগঠনের সদস্যরা। পোস্টার ব্যানার হাতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বর্ধমান কালনা, মেমারি সাতগাছিয়া রোড অবরোধ করে রাখেন। অবরোধের জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আদিবাসী সংগঠনের নেতৃত্বের দাবি, আরজি করের ঘটনায় যে বা যারা যুক্ত তাদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমানের নান্দুরের ঘটনায় যে বা যারা যুক্ত তাদেরকে চিহ্নিত করে অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। তা যতক্ষণ না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের এই আন্দোলন জারি থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠন। অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ থমকে যায় যানবাহন চলাচল।ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় সাতগাছিয়া মোড়ে।

অন্যদিকে গত ১৪ অগস্ট রাতে বাড়ির কাছেই আদিবাসী যুবতীর গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে সিট গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অধরা দুষ্কৃতীরা। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষোভ বাড়ছে নাগরিক সমাজে।

ঘটনার পর ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন আদিবাসী সংগঠনের নেতৃত্ব সহ আদিবাসী মানুষ জন। এবার রাজ্যজুড়ে প্রতীকী পথ অবরোধে নামলেন তাঁরা।

পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত নাদনঘাট মোড়ে এদিন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমানের আদিবাসী তরুণী প্রিয়াঙ্কা হাঁসদার খুন ও আরজিকর কাণ্ডে দোষীদের চরম শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রায় দু' ঘণ্টা পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাতে এদিন তারা এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন বলে জানিয়েছেন। এই পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে সামিল হয়ে এদিন তারা নারীদের সুরক্ষা, নির্যাতিতা ও নৃশংসভাবে খুন হওয়া নারীদের বিচারের দাবি জানায়। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে এই কর্মসূচি পালন করার পর প্রায় ১১টা ৩৫নাগাদ তারা অবরোধ তুলে নেন।

বারাসতে কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের উদ্বোধনে সাংসদ ও খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবিদেন, বারাসত: পুরসভা ও পুরনিগমের পাশাপাশি পঞ্চায়েতগুলির পরিষেবা উন্নয়ন করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে 'কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' একের পর এক চালু করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্যের মঙ্গলবার দুপুরে কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাচুড়িয়া গোপালপুর এলাকায় তৈরি করা 'কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' এর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মণ্ডল, বারাসাত ১ নম্বর ব্লক সভাপতি ইছা হক সরদার, বিডিও রাজীব দত্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই প্রকল্পের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়েই নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষে আরও একধাপ এগিয়ে গেলো কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েত। এই প্রসঙ্গে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন পরিবেশকে সুরক্ষিত না রাখতে পারলে আমরা সুরক্ষিত থাকবো না। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহরের পাশাপাশি গ্রামগুলিকে সুরক্ষিত করবার জন্য এই প্রকল্প চালু করেছেন।

আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের দায়িত্ব নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে হবে কোন বালতিতে পচনশীল আর কোন বালতিতে অপচনশীল জিনিস রাখতে হবে। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন গ্রামের মানুষদের আর্থিক অবস্থাকে মাথায় রেখে বিনামূল্যে বালতি সরবরাহ করতে হবে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, বারাসত ১ নম্বর ব্লকে কোটরা ছাড়াও কাশিমপুর, ইছাপুর নীলগঞ্জ ও পশ্চিম খিলকাপুর এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই প্রকল্প চালু হলো। বালতি গুলি সঠিক কাজে সঠিক ভাবে ব্যবহারের পরামর্শ দেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন এখান থেকে যে জৈব সার উৎপাদন হবে সেই সারও আপনারা বিক্রি করে পঞ্চায়েতের আয় বাড়বে। এবং সেই টাকা আপনাদের উন্নয়নেই ব্যবহার হবে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা পাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক সুস্থ সমাজ তৈরি হবে।

ইছা হক সরদার বলেন, ১৬ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই প্রকল্প নির্মাণ হয়েছে। পাশাপাশি আনুষাঙ্গিক খরচ হয়েছে ১৪ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা। ক্যাপাসিটি আপাতত ১ হাজার জন। অর্থাৎ প্রথমে ১ হাজার মানুষের থেকে বর্জ্য নিয়ে তাদিয়ে জৈব সার তৈরি হবে। এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিজেপির মহিলা মোর্চা মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: 'দফা এক, দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ'। এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিজেপির একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয় মঙ্গলবার হুগলির আরামবাগে। আরজি করের মহিলা চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে।

মিছিলটি দৌলতপুর বিজেপির সাংগঠনিক জেলা অফিস থেকে বেরিয়ে বাস স্ট্যান্ড হয়ে শহর পরিক্রমা করে। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলটি আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তি এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে হয়। এই মিছিলে হাজার হাজার বিজেপি মহিলা কর্মীরা আরজি করের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির বিরুদ্ধে পা মেলায়। ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী স্মৃতিকণা মেদ্দা, বিজেপি নেত্রী দোলন দাস, পর্ণা আদক, যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে, সহ-সভাপতি হেমন্ত বাগ সহ অন্যান্য নেতানেত্রীরা।

জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, 'আরজি করে যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিবাদে এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। যে ভাবে ঘটনাটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা প্রতিবাদে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' বিজেপি সভানেত্রী স্মৃতিকণা মেদ্দা বলেন, 'আমাদের বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে বিজেপির সংগঠনিক জেলা মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে আরজিক করের মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনা দোষীদের শাস্তি এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে। আগামী দিনে আমাদের আন্দোলন আরো বৃহত্তর হবে।'

পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে তল্লাশিতে মহিলা পরীক্ষার্থীর অন্তর্বাস খুলে হেনস্তার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে তল্লাশির নামে অন্তর্বাস খুলে মহিলা পরীক্ষার্থীকে চূড়ান্ত হেনস্তার অভিযোগে স্কুলের গেট আটকে ক্ষোভ প্রকাশ পরিক্ষার্থীদের। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার ঠাকুরনগর উচ্চ বিদ্যালয় চারটি কলেজের ঙ.ঊক্স.ঊস্থ পরীক্ষা চলছে। এক অংশের পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের মুখে দায়িত্বে থাকা মহিলারা তল্লাশির নামে মহিলা পরীক্ষার্থীদের আপত্তিজনক ভাবে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।সোমবার বিষয়টি মৌখিকভাবে জানানো হলেও মঙ্গলবার একই ঘটনা আবার ঘটে।ফলে স্কুলের গেট আটকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পরীক্ষার্থীরা।ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে লিখিতভাবে পরীক্ষার্থীরা ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি বোর্ডের সেন্টার ইনচার্জ এর কাছে শ্লীলতাহানি অভিযোগ করেছেন।তাদের দাবি আগামী দিনে যেন এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।এবিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অজিতেশ বিশ্বাস বলেন,পরীক্ষার তল্লাশীর দায়িত্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রাইভেট এজেন্সিকে দিয়েছিল।এটা আমাদের কোন বিষয় নয়।তবে অভিযোগ করার পর আমি বলেছিলাম শালীনতা বজায় রেখে তল্লাশি করার কথা। পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তর খতিয়ে দেখবেন।

জনবহুল এলাকায় পুরনো স্কুল বিল্ডিং ধসে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: জনবহুল আবাসন এলাকায় পুরনো দিনের স্কুল বিল্ডিং ধসে গিয়ে আতঙ্ক ছড়াল। ঘটনাটি রানিগঞ্জের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের মহাবীর কোলিয়ারির ঘটনা।

জানা যায়, মহাবীর কোলিয়ারির শিং দাওরায় অবস্থিত রয়েছে কাজোড়া দামোদর ইসিএল স্কুল , সেই স্কুল বর্তমানে কমিউনিটি হলে পরিবর্তিত হয়েছে এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতো এই কমিউনিটি হলে। ছোট ছেলেরাও খেলাধুলো করত এখানে। হঠাৎ করেই সেই জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা কমিউনিটি হল সোমবার রাতের বৃষ্টিতে ধসে পড়ায় মানুষজন আতঙ্কে রয়েছেন।

একই সঙ্গে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে প্রায় ৫০০টিরও বেশি বাড়িঘর। এ বিষয়ে স্থানীয় এলাকার মানুষজন ইসিএল কর্তৃপক্ষকে জানালেও খনি আধিকারিকেরা সমস্যা সমাধানে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলেই অভিযোগ। আর এরই ফলে এই ধসের ঘটনা আবারও ঘটতে পারে বলেই আতঙ্কিত রয়েছেন সকলে।

তাদের দাবি, ইসিএল ম্যানেজমেন্ট অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। স্থানীয় এলাকায় লক্ষ্য করে দেখা যায় ঘন জনবসতির ধারেই এই কমিউনিটি হল ধসের এই ঘটনায় তাদের বাড়িঘরেও বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না হলে ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পারে। এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে ইসিএল আধিকারিকদের কোনও মতামত সামনে আসেনি।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে বার অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে এবার পথে নামল বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশন। এদিন আদালতের আইনজীবীরা মৌন মিছিল করেন। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালত চত্বর থেকে বাদামতলা ঘুরে কার্জন গেট হয়ে পুনরায় বর্ধমান জেলা আদালতে এসে শেষ হয় মৌন মিছিল। বর্ষীয়ান আইনজীবী সহ নতুন প্রজন্মের আইনজীবীরা মৌন মিছিলে সামিল হন। এদিন মৌন মিছিলে মহিলা আইনজীবীরাও শামিল হয়েছিলেন। অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে এই দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনে নামেন আইনজীবীরা। একদিকে আরজিকর কান্ড অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমানের নান্দুর এলাকায় খুনের ঘটনা উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই যে বা যারা যুক্ত তাদেরকে চিহ্নিত করে অবিলম্বে কঠোরতম শাস্তির দাবি তোলা হয়।

সারদা চিটফান্ডের অধিগৃহীত জায়গা অনলাইনে বিক্রি প্রক্রিয়া শুরু মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সারদা চিট ফান্ডের অধিগৃহীত জায়গা। ভারত সরকারের একটি সংস্থা ইতিমধ্যে অনলাইনে টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে সারদা চিটফান্ডের অধিগৃহীত মালদার বিভিন্ন এলাকার জায়গারগুলি সরাসরি বিক্রি পদ্ধতি শুরু করেছে। ইংরেজবাজার ব্লকের সুস্থানি মোড় এবং কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষীপুর এলাকাতেও সারদা চিটফান্ডের জায়গা ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গিয়েছে কয়েক কোটি টাকা মূল্যে। সেই সব জায়গায় শুরু হয়েছে ভবন নির্মাণের কাজ। যারা মূলত অনলাইন পদ্ধতিতে কেন্দ্র সরকারের নির্দিষ্ট একটি এজেন্সির কাছ থেকে জায়গাগুলি কিনে ফেলেছেন, তারাই মালিকানার ভিত্তিতে নিজেদের মনের মতো বাণিজ্যিক ভবন অথবা বসবাসযোগ্য গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন।

এদিকে প্রশ্ন উঠেছে সংশ্লিষ্ট চিটফান্ডের সঙ্গে যুক্ত প্রতারিত অসংখ্য সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে এজেন্টরা নিজেদের খোয়া-যাওয়া অর্থ কী ভাবে ফেরত পাবেন। দীর্ঘ ৮ বছর পার করে সেই সারদার চিটফান্ড কাণ্ডের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে অনেকেই। বর্তমানে এই চিটফান্ড কাণ্ডে কারাগারে বন্দি রয়েছেন সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্ণধার সুদীপ্ত সেন। সিবিআই তদন্ত এখনও চলছে। তারই মধ্যে কেন্দ্র সরকার সারদা চিটফান্ডের কেনা সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করেছে। সেইসব জমিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে একটি সংস্থার মাধ্যমেই বেচাকেনার কাজ শুরু করেছে ভারত সরকার।

ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষীপুর এলাকার মালদা - মানিকচক রাজ্য সড়কের ধারেই প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমি ছিল সারদা চিটফান্ডের। যার বর্তমান মূল্য কয়েক কোটি টাকা। সেই জায়গার কিছুটা অংশ সংশ্লিষ্ট এলাকার এক ব্যবসায়ী অনলাইন পদ্ধতিতে কিনে ফেলেছেন। তার দরুন প্রায় কোটি টাকা টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে দিয়েছেন ওই ব্যবসায়ী।

লক্ষ্মীপুর এলাকার ক্রেতা ওই ব্যবসায়ীর বক্তব্য, সম্পূর্ণ বৈধ পদ্ধতিতে সারদা চিটফান্ডের জায়গা ভারত সরকার অধিগ্রহণ করার পর একটি সংস্থার মাধ্যমে সেগুলি বেচাকেনার কাজ শুরু করেছে। এজন্য অনলাইনেও টেন্ডার ছাড়া হচ্ছে। নির্দিষ্ট একটি দাম ধার্য করার পর অনলাইনে টেন্ডার পদ্ধতি চলছে। সেই দামের মধ্যেই যারা অনলাইনে আবেদন করছেন , তাদের আর্থিক সামর্থ্য যাচাই করেই এই চিটফান্ডের জায়গায় সম্পূর্ণ বৈধ প্রক্রিয়ায় রেজিস্ট্রি দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে প্রশ্ন উঠেছে যেখানে বিচারাধীন বন্দি হিসাবে আজও কারাগারে রয়েছে সারদা চিটফান্ডের কর্ণধার সুদীপ্ত সেন এবং মামলা এখনও চলছে। তার মধ্যেই এই জায়গার বিক্রি করা যায় কিনা? এ প্রসঙ্গে মালদা বার অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট আইনজীবী সুদীপ্ত গাঙ্গুলি বলেন, 'ধরে নেওয়া যাক একটি লরি দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়েছে। সেই লরিটি দুমড়ে যাওয়ায় চলাচলের অযোগ্য। দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট থানা অথবা রাস্তার ধারেই পড়ে রয়েছে। পরবর্তীতে সেই লরিটি কাটাই করে বিক্রি হয় কিন্তু লরির চালক এবং মালিকের বিরুদ্ধে মামলা চলতেই থাকে। ঠিক একইভাবে সারদা চিটফান্ডের জায়গা, যাতে বেআইনি ভাবে দখল না হয়ে যায় এবং সেইসব জায়গা পরিত্যক্ত বা অপব্যবহার না হয় তার জন্য কেন্দ্র সরকারের অধিগ্রহণ করার এক্তিয়ার রয়েছে। পরবর্তীতে সেই জায়গা বৈধ প্রক্রিয়ায় অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করতেই পারে কেন্দ্রের কোনও নির্দিষ্ট এজেন্সি। বিক্রিত জায়গার অর্থ রাজকোষেই যাবে। এখানে কোনও অনিয়মের প্রশ্ন আসে না।'

মালদা শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাটুলি এলাকার বাসিন্দা নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি একসময় সারদা চিটফান্ডের একজন প্রতিষ্ঠিত এজেন্ট হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'একটা সময় এই সংস্থার সঙ্গে থেকে টাকা তুলে ফান্ডে জমা দিয়েছিলাম । অবশেষে চিটফান্ড কাণ্ডের পর বাড়ি বিক্রি করে অনেকের টাকা পরিশোধ করেছি। প্রতারিত হওয়া মানুষেরা যাতে নিজেদের আর্থিক অধিকার ফিরে পায় সেই বিষয়টিও যেন দেখে কেন্দ্র সরকার।'

জাতীয় সড়কের পাশে অবৈধ দোকান ভাঙল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জাতীয় সড়কের পাশে থাকা অবৈধ দোকান ভেঙে দেওয়া হল বুলডোজার দিয়ে। দোকান ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। হাইকোর্টের রায় মেনেই অবৈধ দোকানগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, অবৈধ দোকানগুলি ভেঙে ফেলাকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল প্রচুর পরিমাণে পুলিশবাহিনী।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ডাংঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রঘুনাথপুর বিএম হাই স্কুল এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে অবৈধভাবে তৈরি হওয়া দোকানগুলি মঙ্গলবার ভেঙে ফেলা হয়। দোকান ভাঙাকে কেন্দ্র করে কান্নায় ভেঙে পড়েন দোকানের মালিকেরা। অন্যদিকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তা চওড়া করবার জন্য এই দোকানগুলোকে ভাঙা হচ্ছে না, বরং দোকানের পেছনে থাকা জমির মালিকের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তাঁর ভিত্তিতে হাইকোর্টে মামলা চলছিল। সেই মামলার রায়ের ভিত্তিতেই এই অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকান গুলোকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। দোকান ভেঙে ফেলা কে কেন্দ্র করে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনায় এরাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার। এ বিষয়ে এক দোকান মালিক জানান, অবৈধ ভ্রবে প্রভাব খাটিয়ে তাঁদের দোকান ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তাঁদেরকে যথাযথ সময় দেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিপ্লব রায় বলেন, 'সব মিলিয়ে কোর্টের নির্দেশে প্রায় ১৪টি দোকান ভাঙা হচ্ছে। গত এপ্রিল মাসে মহকুমা শাসকের তরফে জানতে চাওয়া হয়েছিল জাতীয় সড়কের পাশে কতগুলো অবৈধ দোকান রয়েছে। সেই মতো পরবর্তীতে তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল। জুলাই মাসের ১৫ তারিখে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মহকুমা শাসকের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরেই ২৯ জুলাই আমরা সাত দিনের মধ্যে দোকান সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলেছিলাম। কারও কাছে যদি কোনও বৈধ কাগজ থাকে, সেগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাখিল করার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। পরবর্তীতে মাইকিংও করা হয়েছিল। অবশেষে আজ কোর্টের নির্দেশে এই দোকানগুলি ভাঙা হচ্ছে।'

কাজের দাবিতে কারখানার গেটে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেকার যুবকদের কাজের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে কাঁকসার বাঁশকোপার একটি বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভে বসেন বাঁশকোপা গ্রামের মানুষরা ও বেকার যুবকরা। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে সকাল থেকেই কারখানায় কোনো শ্রমিক প্রবেশ করতে পারেনি। কারখানার গেটের সামনে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ।

এদিন সকাল থেকেই কারখানার গেটের সামনে কাজের দাবিতে প্ল্যাকার্ড পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভে বসেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্থানীয়দের কাজের দাবি নিয়ে এর আগেও বহুবার গ্রামবাসীরা আন্দোলন করেছিলেন। সেই সময় কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের আশ্বাস দিলেও দীর্ঘদিন পার হয়ে গেলেই কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের আশ্বাস পূরণ করতে পারেননি। যার কারণে তাঁরা ফের আন্দোলনে নেমেছেন। পাশাপশি তাঁরা কাজের দাবিতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তদের দাবি জানিয়েছেন। তাতেও তাঁদের সমস্যার সমাধান হয়নি।

তাই যতক্ষণ না কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি পূরণ করছে ততক্ষণ তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি চন্দন রায় তৃণমূল নেতা দীপঙ্কর রায় গ্রামবাসীদের নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কারখানার আধিকারিক অশোক কুমার সিং জানিয়েছেন, গ্রামবাসীরা তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন পাশাপশি কারখানার তরফ থেকে তারাও তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরে। আগামী দিনে যাতে কোনও সমস্যা না হয় এবং কারখানা যাতে সুষ্ঠু ভাবে চলে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়।

তৃণমূল নেতা দীপঙ্কর রায় জানিয়েছেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়রা যাতে কাজ পায় সেই জন্য পোর্টাল শুরু হয়েছে। সেই পোর্টালের মাধ্যমেই আগামী দিনে সকল বেকার যুবকদের কাজ হবে। গ্রামবাসীদের যে সমস্ত দাবি ছিল তা কারখানা কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে। আলোচনার পর বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

ভদ্রেশ্বরে ঘুমন্ত যুবককে ধারালো অস্ত্রে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পরিবারের লোকজনের সঙ্গেই ঘুমাচ্ছিল যুবক। আচমকা পেটে ছুরি। রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মৃত বলে ঘোষণা করে দেন চিকিৎসকেরা। চাঞ্চল্যকর ঘটনা। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এমনটা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের। যদিও এ ঘটনাও এখনও পর্যন্ত কাউকে ধরা সম্ভব হয়নি। মৃতের নাম গুড্ডু যাদব (২৫)। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভদ্রেশ্বর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে খুঁরিগাছি এলাকায় খাটাল রয়েছে যাদবদের। খাটালের ভিতর চৌকিতে ভাইয়ের সঙ্গে শুয়েছিলেন গুড্ডু। সঙ্গে ছিল জামাইবাবু, দাদুও। অভিযোগ, ভোর তিনটে নাগাদ খাটালে ঢোকে এই দুষ্কৃতী। তারপরই সোজা চলে যায় গুড্ডুর কাছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে শুরু করে। ঘুম ভেঙে যায় গুড্ডুর ভাইয়ের। সে চিকিৎকার করতেই চম্পট দেয় আততীয়। তবে তার পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। এদিকে ততক্ষণে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে গুড্ডু। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে টোটো করে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যায় ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। আসেন চন্দননগর পুলিশের গোয়েন্দারাও। শুরু হয়েছে তদন্ত। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এই খুন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু, নেপথ্যে কে আছে তা জানার চেষ্টা চলছে। এলাকার লোকজন বলছেন, খাটালে প্রায়শই বাইরের লোকজনের আনাগোনা ছিল। তাদের কারও কাজ হয়ে থাকতে পারে। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানাচ্ছেন,পরিবারের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। সেখান থেকে কিছু সূত্র মিলেছে। সেই সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজীব গান্ধির জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: মঙ্গলবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির জন্মদিন পালন হয়েছে এ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়। কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা তাদের সামর্থ্য মতো পালন করেছে রাজীব গান্ধির জন্মদিন। হাওড়া গ্রামীণ এলাকার উলুবেড়িয়ায় রক্তদানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে দিনটি। এছাড়া শ্যামপুর দুই ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে দিনটি।

শ্যামপুর দুই ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আতিয়ার খান জানিয়েছেন, কংগ্রেস কর্মীদের উপস্থিতি উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। কিন্তু এর মাঝেও দেখা গিয়েছে অবহেলিত রাজীব গান্ধির মূর্তি। জানা গিয়েছে, হাওড়া গ্রামীণের বাগনান বাসস্ট্যান্ডে অবহেলিত হয়ে রয়েছেন রাজীব গান্ধী। শুধু তাই নয়, কার্যত নোংরা স্তূপে বন্দি হয়ে রয়েছেন ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধি এবং মহাত্মা গান্ধি। যা নিয়ে রীতিমতো হতাশ গান্ধি প্রেমীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর আগে ঘটা করে উদ্বোধন করা হয়েছিল এই তিন গান্ধীর মূর্তি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন সেচমন্ত্রী বর্তমানে যিনি টিএমসি সরকারের ও সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। অন্তত ফলক সে কথাই বলছে। কিন্তু মঙ্গলবার দেখা গেল এক মর্মান্তিক দৃশ্য। ভরা বাগনান বাসস্ট্যান্ডে ময়লার স্তূপের মধ্যে রয়েছে এই তিন গান্ধির মূর্তি।

বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ জমেছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, ঘটা করে মূর্তি বসানো হয় শুধু এই মানুষগুলোকে অপমান করার জন্য। অতএব বলা যেতে পারে জন্মদিনেও ব্রাত্য রাজীব গান্ধি। বিষয়টি নিয়ে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ ভাণ্ডারী বলেন, 'এমনটা হওয়ার কথা নয়। ওঁরা দেশ নেতা। আমি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেব।'

স্কুলে দুই পড়ুয়ার যৌন নিগ্রহে রণক্ষেত্র থানের বদলাপুর

থানে, ২০ অগস্ট: আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় যখন গোটা দেশ উত্তাল, তার মধ্যেই স্কুলে দুই শিশু পড়ুয়াকে নিগ্রহের ঘটনায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মহারাষ্ট্রের থানে। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, পুলিশকে লক্ষ্য করে বিক্ষোভকারীদের পাথর, রাস্তা-রেল অবরোধের মতো ঘটনায় উত্তাল থানের বদলাপুর।

গত ১৩ অগস্ট একটি নামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে দুই পড়ুয়াকে নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে স্কুলেরই এক সাফাইকর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ার পর ১৬ অগস্ট গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় স্কুলে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদে শামিল হন অভিভাবকেরা। অভিভাবকদের একাংশের অভিযোগ, এমন একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। আর স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে গোটা বদলাপুরে বন্ধের ডাক দেন শহরবাসীরা।

তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার পরেও স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ করার আগ্রহ দেখাননি। শুধু তা-ই নয়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে দেরি, স্কুলে নিরাপত্তার গাফিলতির অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সকাল থেকেই বদলাপুরের রাস্তায় রাঙ্গ স্তায় প্রতিবাদে নামেন অভিভাবকেরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন আমজনতাও। বিক্ষোভকারীদের সামলাতে শহরের নানা প্রান্তে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। বদলাপুর রেলস্টেশন, রাস্তা বিক্ষোভাকারীরা অবরোধ করেন। সেখান থেকে তাঁদের হটাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়ে বলে অভিযোগ।

ইতিমধ্যেই স্কুলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশ কিছু ফাঁকফোকর উঠে এসেছে পুলিশি তদন্তে। স্কুলে কোনও মহিলা অ্যাটেন্ড্যান্ট কেন নেই, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তা ছাড়া স্কুলে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও বেশির ভাগই কাজ করে না বলে তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বদলাপুরের স্কুলের ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ কমিশনারকে এই ঘটনায় মঙ্গলবারের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতেও বলা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে কর্তব্যরত নার্সকে ধর্ষণ হাসপাতালের মধ্যেই গ্রেপ্তার চিকিৎসক-সহ তিন জন

লখনউ, ২০ অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে যখন গোটা দেশ উত্তাল, ঠিক সেই সময়েই উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের এক বেসরকারি হাসপাতালে রাতের ডিউটিতে থাকা দলিত নার্সকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় তাঁকে সাহায্য করার অভিযোগ উঠেছে এক ওয়ার্ড বয় এবং আরও এক নার্সের বিরুদ্ধে।

নির্যাতিতার অভিযোগ, গত ১৭ অগস্ট সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ওই দিন তাঁর রাতের ডিউটি পড়েছিল। রাতে এক নার্স তাঁকে এসে জানান, চিকিৎসক তাঁর ঘরে ডাকছেন। কিন্তু তরুণী নার্স যেতে রাজি হননি। অভিযোগ, চিকিৎসকের ঘরে যেতে অস্বীকার করায় এক ওয়ার্ড বয়কে সঙ্গে নিয়ে আসেন অভিযুক্ত ওই নার্স। তার পর তরুণী নার্সকে জোর করে হাসপাতালের উপরতলার একটি ঘরে তুলে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে আটকে রাখেন। নির্যাতিতার আরও অভিযোগ, কিছু ক্ষণ পর ওই ঘরে আসেন চিকিৎসক। তিনি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। তার পর তাঁকে ধর্ষণ করেন। বাইরে তখন পাহারায় ছিলেন সহকারী নার্স এবং ওয়ার্ড বয়। নির্যাতিতার বাবা মোরাদাবাদ থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন। মোরাদাবাদের পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সন্দীপকুমার মিনা জানিয়েছেন, ঠাকুরদ্বারা থানায় ধর্ষণের একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। একটি দল গঠন করে চিকিৎসক এবং তাঁর দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহিলার মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে। হাসপাতালটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় নির্যাতিতার বাবা অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন

জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে। তাঁর কথায়, 'আমার মেয়ে স্নাতক স্তরে পড়ছে। গত তিন মাস ধরে ওই হাসপাতালে নার্সের কাজ করছিল। হাসপাতাল থেকে ঠিক মতো বেতন দেয় না। শুধু যাতায়াতের টাকা দেয়। ১৭ অগস্ট ওই হাসপাতালের চিকিৎসক মেয়েকে ধর্ষণ করেন। শুধু তাই-ই নয়, প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেন।' নির্যাতিতার বাবা আরও জানান, চিকিৎসকের ঘর থেকে কোনও রকমে পালিয়ে এসে সকালের দায়িত্বে থাকা নার্সকে কাজ বুঝিয়ে বাড়িতে চলে আসেন তাঁর কন্যা। তার পর বিষয়টি বাড়িতে জানান।

৫ দিনের মার্কিন সফরে রাজনাথ

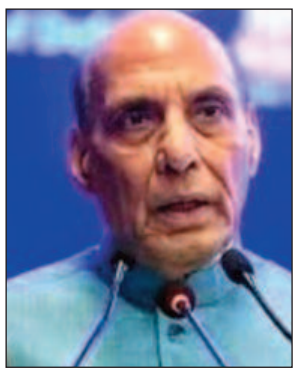

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: ৫ দিনের মার্কিন সফরে যাচ্ছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আজ তিনি পা রাখবেন ওয়াশিংটনে। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের চুক্তি থেকে মালাবার মহড়া-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই সফরে আলোচনা করবেন রাজনাথ। মার্কিন ড্রোন কেনার চুক্তিটিও চূড়ান্ত হতে পারে বলেই খবর। মনে করা হচ্ছে, চিনকে নজরে রেখেও নানা কৌশল নিতে পারে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন।

শত্রুকে জবাব দিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাহায্যে ভারত। নতুন করে শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র হাতে এসেছে দিল্লির। দেশীয় প্রযুক্তিতেও তৈরি হচ্ছে ফাইটার জেট-সহ নানা অস্ত্রশস্ত্র। এবার আমেরিকার থেকেও ফের আমদানি করার হবে বেশ কিছু ফাইটার জেট ও ড্রোন। জানা গিয়েছে, রাজনাথের সফরকালে ৩১টি এমকিউ-৯বি স্কাই ড্রোন ও জিই-৪১৪ জেট ইঞ্জিন কেনা নিয়ে চুক্তিটি চূড়ান্ত হতে পারে। এই ইঞ্জিনগুলো পরবর্তীতে তেজস যুদ্ধবিমানে ব্যবহৃত হবে।

সীমান্তে পাকিস্তান ও চিনের আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে বেশ কয়েকদিন ধরেই মার্কিন ড্রোন কিনতে চেয়েছে ভারত। গত বছরের জুন মাসে মার্কিন সফরে গিয়ে ৩১টি ড্রোন কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার পরে আলোচনাও হয়েছে ড্রোন কেনার চুক্তি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ৪০০ কোটি ডলারের বিনিময়ে ৩১টি এমকিউ-৯বি স্কাই ড্রোন কেনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দুই দেশের মধ্যে। এবার এই চুক্তিই বাস্তবায়িত হবে।

ভারী বৃষ্টিতে ফের থমকে দেশের রাজধানী জলমগ্ন দিল্লির রাস্তায় প্রবল যানজট

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: আবার ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন রাজধানী দিল্লি। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্তও টানা বৃষ্টিতে ভেসেছে দিল্লির বিভিন্ন এলাকা। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে দিল্লি সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের নয়ডার বেশ কিছু অংশেও।

আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) জানাচ্ছে, মঙ্গলবার সকাল ৯টা পর্যন্ত মূল শহর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকায় জারি হয়েছিল ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। সেই সঙ্গে রয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও। এ দিকে বৃষ্টিতে নাজেহাল অবস্থা রাজধানীর। জল জমে অধিকাংশ জায়গায় রাস্তা বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় প্রবল যানজটের মুখে পড়ে সকাল থেকেই বিপর্যস্ত জনজীবন। আশ্রম ব্রিজের কাছে জলমগ্ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একের পর এক গাড়ি। পাটেল চক কিংবা নয়া দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের কাছেও দেখা যাচ্ছে একই চিত্র।

প্রসঙ্গত, গত মাস থেকেই দুর্যোগ থামার নাম নেই দিল্লিতে। প্রবল বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত সেখানে ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ উপচে পড়া নর্দমায় ডুবে মারা গিয়েছেন, কেউ বা জমা জলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, চলতি মাসের শুরুতেও দিল্লিতে ২৪ ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। গত ১৪ বছরে এক দিনে এত বৃষ্টি দেখেনি দিল্লিবাসী! ব্যাহত হয়েছে ট্রেন ও বিমান চলাচল। জল জমলেও জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে সচেষ্ট প্রশাসন।

জোড়া ভূমিকম্পে কাঁপল কাশ্মীর

শ্রীনগর, ২০ অগস্ট: মঙ্গলবার সকালে ভূমিকম্প জম্মু ও কাশ্মীরে। কাশ্মীরের বারামুলা-সহ আশপাশের জেলাগুলিতে কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর। সকাল থেকে অন্তত দু'বার কম্পন অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি থেকে জানানো হয়েছে রিখটার স্কেলে প্রথম কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৯। দ্বিতীয় কম্পনের তীব্রতা ৪.৮। সকাল ৬টা ৪৫মিনিট নাগাদ প্রথম কম্পন টের পান উপত্যকাবাসীরা। এর পর ৬টা ৫২মিনিট নাগাদ দ্বিতীয় কম্পন অনুভূত হয়। প্রথম কম্পনটি ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীরে, দ্বিতীয় ছিল ১০ কিলোমিটার গভীরে।

সকাল সকাল জোড়া ভূমিকম্পের জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন উপত্যকাবাসীরা। অনেকেই ভয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ে প্রকাশ, কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে পুঞ্চ-সহ একাধিক এলাকায়। বাড়িগুলিতে সিলিং ফ্যান দুলতে শুরু করে কম্পনের সময়। একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বারামুলা, পুঞ্চ ও শ্রীনগরের কিছু কিছু জায়গায় বাড়ির কাচ ভেঙে গিয়েছে।

বিদায়ী ভাষণে কেঁদে ফেললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২০ অগস্ট: সোমবার রাতে ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে বিদায়ী ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন জো বাইডেন। শুধু তাই নয়, একসময় মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। 'প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার কর্মজীবনে আমি আমেরিকাকে আমার সেরাটা দিয়েছি', বলে অশ্রুসিক্ত চোখে জানালেন বাইডেন।

আমেরিকার সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, শিকাগোর ইউনাইটেড সেন্টার অ্যারেনায় সোমবার রাত থেকে শুরু হয়েছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ৪ দিনের জাতীয় সম্মেলন। সেখানেই পরিবার নিয়ে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশের সেবা করার সুযোগ পাওয়াটা আমার কাছে সম্মানের। দেশকে ভালোবেসে এতদিন এই দায়িত্ব আমি পালন করেছি এবং জীবনের সেরাটা দিয়েছি আমেরিকাকে।'

একইসঙ্গে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল বলে যে দাবি উঠেছিল, তা এদিন পুরোপুরি খারিজ করেন প্রেসিডেন্ট। বলেন, 'আমাকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর চাপ দেওয়ায় আমি ক্ষুব্ধ বলে যে দাবি করা হয়েছিল তা পুরোপুরি মিথ্যে।' সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে জয়ী করতে মার্কিন ভোটারদের আহ্বান জানান বাইডেন।

বাইডেন মঞ্চে ওঠার সময় দর্শক আসনে উপস্থিত সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানান এবং সমস্বরে তাঁকে 'ধন্যবাদ জো' বলে ধন্যবাদ জানান। এই পরিস্থিতিতে এক পর্যায়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রেসিডেন্ট। কেঁদে ফেলতে দেখা যায় তাঁকে। এর পর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, 'কঠিন সময় শেষ হয়েছে, এখন ভালো সময়। গণতন্ত্রকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। আমরা আমেরিকার আত্মাকে রক্ষা করার জন্য লড়ছি।'

এদিন বাইডেন মঞ্চে ওঠার আগে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিস তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'জো, আপনার ঐতিহাসিক নেতৃত্বের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ।' প্রসঙ্গত, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে নজর গোটা বিশ্বের। তবে সেই নির্বাচন থেকে এবার নাম তুলে নেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের।

সিকিমে ভয়ঙ্কর ধসে গুঁড়িয়ে গেল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

গ্যাংটক, ২০ অগস্ট: মঙ্গলবার ভয়ঙ্কর ধসের সাক্ষী হল সিকিম। ধসের জেরে গুঁড়িয়ে গেল তিস্তা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের একাংশ। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ওই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে বেশ কয়েক বার ধস নেমেছে। যদিও এদিন সকালে বালুতারে নামের ওই এলাকায় যে ধস নেমেছে তা নজিরবিহীন। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই ধসের জেরে পাহাড় লাগোয়া ন্যাশনাল হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের তিস্তা স্টেজ ৫ বাঁধটি ভেঙে গিয়েছে। ভাইরাল হয়েছে ধস নামার সেই ভিডিও।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে পাহাড়ের বিশাল অংশ ভেঙে পড়ছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপরে। যার ফলে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিস্তার স্টেজ ৫ বাঁধটি। তবে নিহত বা আহতের খবর নেই। পর পর কয়েকটি ধসের ঘটনার জেরে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আগেই সেখান থেকে কর্মীদের সরানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে পাহাড়ের বিশাল অংশ ভেঙে পড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারের ঘটনায় অনেকেরই মনে পড়ছে ২০২৩ সালের বিপর্যয়ের কথা। সেবার লোনাকে হিমবাহসৃষ্ট হ্রদ ফেটে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বালুতারের তিস্তার বাঁধটি। তবে জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটি সচল অবস্থাতেই ছিল। সেখানেই ফের বিপর্যয় ঘটে গেল।

শেখ হাসিনাকে ব্রিটেনে আশ্রয় দিতে নারাজ সেদেশের রাজনৈতিক মহল

লন্ডন, ২০ অগস্ট: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্রিটেনে আশ্রয় দিতে রাজি নয় এ দেশের রাজনৈতিক মহলের একাংশ। দেশ ছেড়ে পালানোর পর আপাতত ভারতে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে ভবিষ্যতে ভারত থেকে তাঁর ব্রিটেনে পাড়ি দেওয়ার খবর শোনা যাচ্ছিল। বোন রেহানার বাড়ি লন্ডনে বাড়ি ছথাকায় ভবিষ্যতে সেখানেই পাকাপাকি ভাবে থাকার সম্ভাবনাও জোরালো। কিন্তু বাধ সাধল সেদেশের রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত লেবার এমপি রূপা হক স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, ব্রিটেন সরকারের উচিত নয় হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া। বিদেশমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির মুখেও একই সুর।

সম্প্রতি একটি ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রূপা হকের মন্তব্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তাঁর সতীর্থ, আর এক বাংলাদেশি লেবার এমপি টিউলিপ সিদ্দিক সম্পর্কে হাসিনার বোন রেহানার কন্যা। মাসিকে নিয়ে এ হেন মন্তব্যে অসন্তুষ্ট টিউলিপ। বাংলাদেশ ছেড়ে পালানোর সময়ে হাসিনার সঙ্গেই ছিলেন তাঁর বোন শেখ রেহানা। দু'জনে এখনও একসঙ্গে আছেন। রেহানা সম্ভবত শীঘ্রই তাঁর লন্ডনের বাড়িতে ফিরবেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, দিদি হাসিনাকে অনুমতি দেবে না কিয়ের স্টার্মারের সরকার।

সূত্রের খবর, ব্রিটেনে আশ্রয় চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন হাসিনা। কিন্তু বিদেশ দপ্তর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। ব্রিটেনের শাসকদল লেবার পার্টি হাসিনাকে আশ্রয় দিতে চায় না। তাদের বক্তব্য, হাসিনাকে আশ্রয় দিলে দেশে উত্তেজনা ছড়াতে পারে। ব্রিটেনে বসবাসকারী প্রায় ৭০ হাজার বাংলাদেশির অধিকাংশই হাসিনা-বিরোধী। অনেকে আবার হাসিনার প্রতিপক্ষ খালেদা জিয়ার সমর্থক। খালেদা জিয়ার ছেলে তারিক রহমান দেশ ছেড়ে ব্রিটেনে নির্বাসনে রয়েছেন। হাসিনার পদত্যাগের দিন রীতিমতো উৎসব হয়েছে লন্ডনের 'ইস্ট অ্যান্ড'-এর ব্রিক লেনে। টাওয়ার হ্যামলেটের আশপাশের অঞ্চলেও লোকে 'হাসিনা-মুক্ত স্বাধীন দেশ' উদ্‌যাপন করেছেন। এমতবস্থায় হাসিনাকে দেশে এনে জনমানসে ক্ষোভ বাড়াতে নারাজ ব্রিটিশ।

রূপা হক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁর ফোনের ইনবক্স সবসময়েই বাংলাদেশিদের মেসেজে ভরে রয়েছে। সকলেই দেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। হাসিনার পদত্যাগের দিন রূপা নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, 'ওরা চলে গিয়েছে! যারা সমালোচনা গ্রহণ করতে পারে না, যারা নির্বাচন করতে দেয় না, টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, এমন স্বৈরাচারী শাসকরা চলে গিয়ে আতঙ্কের একনায়কতন্ত্র শেষ হয়েছে, আমি খুব খুশি।'

শুধু রূপা হক নন, বিদেশমন্ত্রী ডেভিড ল্যামিও হাসিনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তিনি বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'গত কয়েক সপ্তাহে যা ঘটেছে, তার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপুঞ্জ-পরিচালিত তদন্ত বাংলাদেশের মানুষের প্রাপ্য। বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্র পাক।' এমতবস্থায় অস্বস্তিতে হাসিনার বোনঝি টিউলিপ। তিনি হ্যাম্পস্টেড কেন্দ্রের প্রতিনিধি। এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ। টিউলিপ বেশ জনপ্রিয় নিজের কেন্দ্রে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NIT No. SFDC/MD/ NIT-08(e)/2024-25

SFDC Ltd. Invites a tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work "Protection work at Katnadighi Fisheries Project, Dist.- Purba Medinipur". Last date of (online) bid submission on **04/09/2024 up to 4.00 p.m.** and date of opening technical bid **on 06/09/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our **website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/196/24-25 Dated 17.08.2024	Eucalyptus Pile Work (ave. 3m exposed on ground) for the Beautification work beside Payarabagan Park, ward no - 31 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 10,52,512.00

Bid Submission end date: **05.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/197/24-25 Dated 17.08.2024	Eucalyptus Pilling at Laskarpara Soni Mandir(beside Milan Sangha Club), Ward No.-31 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,26,088.00

Bid Submission end date: **29.08.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-13/24-25

Exe. Engr., ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_736340_1. **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_736353_1. **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_736371_1. **(4)** Tender ID No. 2024_ADDA_736383_1. **(5)** Tender ID No. 2024_ADDA_736397_1. **(6)** Tender ID No. 2024_ADDA_736309_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.

Sd/-
Exe. Engr., ADDA

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/195/24-25 Dated 17.08.2024	1) Construction of Concrete road at H/O Alok Mondal to H/O Mahadev Das. 2)Construction of Concrete road at H/O Haripada Sarkar to H/O Samar Howladar, in Ward No-32,Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,52,199.00
WBMAD/ULB/ RSM/198/24-25 Dated 17.08.2024	Upgradation of Road at Abhay Dr. Lane in Ward No-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,88,889.00
WBMAD/ULB/ RSM/199/24-25 Dated 17.08.2024	Upgradation of Road at Boishali Park in Ward No-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,138.00

Bid Submission end date: **29.08.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

অবশেষে বাংলাদেশে হচ্ছে না মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত এক মাসের বেশি সময়ে বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংশয়টা ছিলই। শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো সেটিই। ২০২৪ সালের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নেওয়া হয়েছে। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এটি জানিয়েছে আইসিসি।

আইসিসি জানিয়েছে, আরব আমিরাতে হলেও বাংলাদেশই থাকবে আনুষ্ঠানিক আয়োজক। খেলা হবে দুবাই ও শারজার দুটি ভেন্যুতে। আগের মতোই সূচিতে ৩ থেকে ২০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে এ টুর্নামেন্ট। জানা গেছে, আইসিসির ভার্চুয়াল একটি বোর্ড সভায় নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এ মাসের শুরুতে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে আশার কথা শোনানো হয়েছিল। তবে অস্ট্রেলিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশে ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা থাকায় এটি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী জিওফ অ্যালারডাইস।

এক বিবৃতিতে অ্যালারডাইস বলেন, 'বিসিবিতে কাজ করা সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশে এ ইভেন্ট আয়োজনের সব চেষ্টা করার জন্য। তবে অংশগ্রহণকারী কয়েকটি দেশের সরকারের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে এটি কার্যকর করা হয়ে ওঠেনি। তবে আয়োজক স্বত্ত্ব তাদের কাছেই থাকবে। আমরা নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আইসিসির বৈশ্বিক একটি ইভেন্ট আয়োজনে মুখিয়ে আছি।'

বাংলাদেশের বিকল্প হিসেবে গত কয়েক দিন একাধিক দেশের নাম শোনা যায়। ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আইসিসি প্রস্তাব দিলেও তারা সেটি নাকচ করে দিয়েছে সীমাবদ্ধতার কারণে। আগ্রহী ছিল শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়েও। এ দুটি দেশকেও আলাদা করে ধন্যবাদ দিয়েছেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী। পাশাপাশি বলেন, 'আমি আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডকেও বিসিবির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আয়োজক হিসেবে এগিয়ে আসার জন্য।'

এমনিতে আইসিসির সদর দপ্তর আরব আমিরাতেই অবস্থিত, যারা এর আগে ২০২১ সালে ওমানের সঙ্গে যৌথভাবে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও আয়োজন করেছিল।

অন্যদিকে এবারই প্রথম বাংলাদেশ থেকে আইসিসির কোনো ইভেন্ট সরিয়ে নেওয়া হলো। এর আগে ২০১৪ সালে পুরুষদের পাশাপাশি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ। ২০১১ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে ওয়ানডে বিশ্বকাপেরও আয়োজক ছিল।

জেলেই থাকতে হবে অসি ক্রিকেটারকে

জামিনের আর্জি খারিজ ২৫টি অভিযোগে অভিযুক্ত স্লেটারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার মাইকেল স্লেটারের। চলতি বছর এপ্রিল মাসে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে হিংসা, চুরি, ভয় দেখানো, রাতে হামলা, মারধর, শারীরিক ক্ষতির চেষ্টা, শ্বাসরোধ করার চেষ্টা-সহ ২৫টি অভিযোগ রয়েছে। তাঁর জামিনের আবেদনে সাড়া দেয়নি আদালত।

চলতি বছর এপ্রিল মাসে স্লেটারকে গ্রেফতার করে কুইন্সল্যান্ডের পুলিশ। তাঁকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। বার বার জামিনের আবেদন করেছেন স্লেটার। কিন্তু তাঁর আবেদনে সাড়া দেয়নি আদালত। মঙ্গলবার ব্রিসবেনের সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ১৩০ দিন ধরে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন স্লেটার। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে এখনও তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করা বাকি রয়েছে। জামিন পেলে তদন্তে সমস্যা হতে পারে। পুলিশের আবেদনে সাড়া দিয়ে স্লেটারের জামিনের আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়।

গত বছর ৫ ডিসেম্বর থেকে গত ১২ এপ্রিল পর্যন্ত স্লেটারের বিরুদ্ধে মোট ২৫টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। প্রতিবেশীদের নানা ভাবে বিরক্ত করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার, উত্যক্ত করায় অভিযুক্ত স্লেটার। সেই সব অভিযোগ পাওয়ার পরে স্লেটারকে গ্রেফতার করে কুইন্সল্যান্ডের পুলিশ।

১৯৯৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে স্লেটারের। ৭৪টি টেস্টে ৫৩১২ রান করেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪টি শতরান রয়েছে স্লেটারের। একদিনের ক্রিকেটে ৪২টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। করেছেন ৯৮৭ রান। ২০০১ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন স্লেটার। তার পরে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এক ওভারে ৩৯ রান, নতুন রেকর্ড দেখল আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক ওভারে সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড দেখল আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। সামোয়ার এপিয়ায় পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এক ওভারে উঠেছে ৩৯ রান।

ভানুয়াতুর পেসার নালিন নিপিকোর ওভারে ৬ বলে ৬টি ছক্কা মেরেছেন সামোয়ার ব্যাটসম্যান ডারিয়াস ভিসের। এই ওভারে ৩টি নো বলও দেন নিপিকো। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল ৩৬।

ঘটনাটি ইনিংসের ১৫তম ওভারের। ওভারের প্রথম তিন বলে মিডউইকেট দিয়ে ৩টি ছক্কা মারেন ভিসের। নিপিকোর পরের বলটিতে আম্পায়ার নো বলের সংকেত দেন। ফ্রি হিটে আবারও ছক্কা হাঁকান ভিসের। পরের বলটি হয় ডট, সেটাও অবশ্য ভাগ্যের ছোঁয়ায়। তাঁর শট সোজা গিয়ে নন স্ট্রাইক এন্ডের স্টাম্পে লাগে। এরপর টানা দুটি বল নো দেন নিপিকো। যার শেষটিতে লং লেগের ওপর দিয়ে ছক্কা মারেন ভিসের। ওভারের শেষ বলটিতেও হয় ছক্কা। এভাবেই উঠেছে ৩৯ রান।

এর আগে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পাঁচবার এক ওভারে ৩৬ রান উঠেছে। প্রথম এই রেকর্ড গড়েছিলেন ভারতের যুবরাজ সিং। তিনি ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ৬টি ছক্কা মেরেছিলেন। তাঁর মতো ৬ বলে ৬টি ছক্কা মেরে রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইরন পোলার্ড (২০২১) ও দীপেন্দ্র সিং ঐরী (২০২৪)। এ ছাড়া দুবার ৩৬ রান হয়েছে ওভারে ৬টি ছক্কা না মেরেই।

এ বছরই আফগানিস্তানের বিপক্ষেই করিম জানাতের বিপক্ষে ১ ওভারে ৩৬ রান তুলেছিল ভারত। করেছিলেন দুজন মিলে;রোহিত শর্মা ও রিঙ্কু সিং। আর গত জুনে নিকোলাস পুরান আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের বিপক্ষে ৩৬ রান তুলেছিলেন লেগ বাই, ওয়াইড ও নো বলের অবদান নিয়ে।সেই ওভারে ব্যাট হাতে তিনি করেছেন ২৬ রান।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সামোয়ার প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে সেঞ্চুরি করেছেন ভিসের। ৬২ বলে ১৩২ রানের ইনিংসে ছিল ১৪টি ছক্কা, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক ইনিংসে পঞ্চম সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড এস্তোনিয়ার সাহিল চৌহানের ১৮টি।

সামোয়া আগে ব্যাটিং করে তুলেছিল ১৭৪ রান। যার মধ্য একাই ১৩২ রান করেন ভিসের। এক ইনিংসে দলের মোট রানের ৭৫.৮৬ শতাংশই করেছেন তিনি, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ। এর আগে এই রেকর্ড ছিল অ্যারন ফিঞ্চের।

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই অধিনায়ক ২০১৮ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৭২ রানের ইনিংস খেলার পথে ৭৫.১ শতাংশ রান করেছিলেন। সামোয়ার ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান এসেছে সামোয়া অধিনায়ক ক্যালেব জাসমেতের ব্যাট থেকে। তিনি করেছেন ১৬ রান। এরপর বল হাতে ১ উইকেটও নিয়েছেন ভিসের। শেষ পর্যন্ত তাঁর দল জিতেছে ১০ রানে।

২৩৬৭ কোটি থেকে ৫১২০ কোটি! এক আইপিএলে দ্বিগুণের বেশি লাভ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রোড়পতি লিগ থেকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আয় বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে লাভের পরিমাণও। ২০২২ সালের আইপিএল থেকে বোর্ড যে টাকা লাভ করেছিল, পরের বছর তার দ্বিগুণের বেশি লাভ করেছে তারা। প্রতিযোগিতার সম্প্রচার স্বত্ব থেকেই লাভ বেড়েছে বিসিসিআইয়ের।

'ইকোনমিক টাইমস'-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালের আইপিএল থেকে ২৩৬৭ কোটি টাকা লাভ হয়েছিল রজার বিন্নী, জয় শাহদের বোর্ডের। পরের বার, ২০২৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫১২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, লাভের পরিমাণ বেড়েছে ২৭৫৩ কোটি টাকা। ২০২২ সালের দ্বিগুণের বেশি লাভ হয়েছে ২০২৩ সালে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে আইপিএল থেকে মোট আয় হয়েছে ১১,৭৬৯ কোটি টাকা। ২০২২ সালের তুলনায় তা ৭৮ শতাংশ বেশি। আয় বাড়ার পাশাপাশি অবশ্য খরচের পরিমাণও বেড়েছে। ২০২৩ সালে মোট খরচ হয়েছে ৬৬৪৮ কোটি টাকা, যা আগের বারের তুলনায় ৬৬ শতাংশ বেশি।

বিসিসিআইয়ের লাভ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ সম্প্রচার স্বত্ব। ২০২৩ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি হয়েছে ৪৮,৩৯০ কোটি টাকায়। তার মধ্যে টেলিভিশন স্বত্ব বাবদ ডিজনি স্টার দিয়েছে ২৩,৫৭৫ কোটি টাকা। ডিজিটাল স্বত্ব বাবদ জিয়ো সিনেমা দিয়েছে ২৩,৭৫৮ কোটি টাকা। আইপিএলের ট্রফি স্বত্ব নেওয়ার জন্য টাটা সন্সকে দিতে হয়েছে ২৫০০ কোটি টাকা। এই সব কারণেই বিসিসিআইয়ের লাভ বেড়েছে বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে।

অভিষেক ম্যাচে নিষ্প্রভ আলভারেজ, ড্র আতলেতিকোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন ক্লাবে শুরুটা খুব একটা ভালো হলো না হুলিয়ান আলভারেজের। প্রায় ১০৯২ কোটি টাকার চুক্তিতে আলভারেজকে দলে নিয়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদ।

আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে অভিষেক ম্যাচে শেষ ১৫ মিনিটের জন্য মাঠে নেমেছিলেন। এই সময়টাতে মাঠে নিষ্প্রভ ছিলেন আলভারেজ। দলকে কাঙ্ক্ষিত জয়সূচক গোল এনে দিতে পারেননি। তাতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে এস্তাদিও দে লা সেরামিকায় ২-২ গোলে ড্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে আতলেতিকোকে।

অবশ্য হারের শঙ্কাও ছিল আতলেতিকোর সামনে। দুইবার পিছিয়ে পড়েও প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা গেছে, তাতে দিয়েগো সিমিওনের সন্তুষ্ট হওয়ারই কথা। ম্যাচশেষে আতলেতিকো কোচের কথাতে সন্তুষ্টিই প্রকাশ পেয়েছে, 'আমার মনে হয় আমরা ভালো একটা ম্যাচ খেলেছি। কিছু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নতির জায়গা আছে, তবে দল হিসেবে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম।'

গত মৌসুমে লিগে পয়েন্ট তালিকায় ৪ নম্বরে থাকা আতলেতিকো দলে এবার বেশ কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে। আলভারো মোরাতা, স্টেফান সেভিচ, মেম্ফিস ডিপাইয়ের মতো ফুটবলার দল ছেড়েছেন। দলে এসেছেন আলভারেজ, আলেক্সান্ডার সরলথ, রবিন লে নরমাঁ। এই তিন ফুটবলারেরই কাল অভিষেক হয়েছে। অভিষেক ম্যাচে গোল পেয়েছেন সরলথ। যে গোলেই মূলত কাল পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে পেরেছে আতলেতিকো।

ম্যাচের ১৮ মিনিটের মাথাতেই গোল খেয়ে বসে আতলেতিকো। গোল করেন ডাচ ফুটবলার আরনাউ দানিউমা। এই গোলের পর ম্যাচ ফিরতে খুব একটা সময় নেয়নি আলভারেজরা। ২ মিনিট পরই গোল ফিরিয়ে দেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মার্কোস ইয়োরেন্তে। ৩৭ মিনিটে ককের আত্মঘাতী গোলে আবারও এগিয়ে যায় ভিয়ারিয়াল।

যদিও দায়টা বেশি ছিল গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাকের। অ্যালেক্স বায়েনার করা ক্রস ওবলাক নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে হেডে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান সরলথ।

গোল করার পরে আরজি কর-কাণ্ডে 'বিচার চাইল' ইস্টবেঙ্গল, লিগে রেনবোকে হারাল ২-০ গোলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদ চলল ইস্টবেঙ্গল মাঠেও।

রবিবার যুবভারতীর বাইরেই যে প্রতিবাদ শেষ হয়ে যায়নি তা দেখিয়ে দিলেন লাল-হলুদ সমর্থকেরা। মঙ্গলবার কলকাতা লিগের ম্যাচে রেনবোকে ২-০ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। গোলের পরে বিচার চেয়ে প্রতিবাদ করলেন ফুটবলারেরা। একই স্লোগান উঠল গ্যালারিতেও।

বৃষ্টির কারণে মাঠে দর্শকের সংখ্যা কম ছিল। প্রায় ১০০০-১২০০ সমর্থক গিয়েছিলেন। প্রথমের দিকে তেমন পোস্টার, ব্যানার দেখা না গেলেও খেলা শুরুর সময় দেখা গেল গোলপোস্টের পিছনে একটি বড় ব্যানার। তাতে লেখা, 'তোমার স্বর, আমার স্বর, পাশে আছি আরজি কর।' খেলা শুরুর আগে রেনবোর ফুটবলারেরাও একটি জার্সি নিয়ে দাঁড়ান। সেই জার্সিতে আরজি কর-কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবি লেখা ছিল।

খেলা যত গড়াল, প্রতিবাদ তত বাড়ল। প্রথমার্ধে গোল হয়নি। বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের বেশ কিছু জায়গায় জল জমেছিল। ফলে শরীরের নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখতে সমস্যায় পড়ছিলেন ফুটবলারেরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টি না হওয়ায় খেলার গতি বাড়ল। ৭৫ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন পরিবর্ত হিসাবে নামা সঞ্জীব ঘোষ।

গোল করার পরেই সাইডলাইন থেকে একটি লাল জার্সি নিয়ে গিয়ে গ্যালারির সামনে দাঁড়ান তন্ময় দাস, হীরা মণ্ডল, বাথালা সুনীল, সুমন দেরা। সেই জার্সিতে লেখা ছিল, 'আমরা আরজি কর-কাণ্ডে ন্যায়বিচার চাই।' ফুটবলারদের দেখে গ্যালারিও স্লোগান দিতে শুরু করে। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন আশিক। ২-০ গোলে জেতে ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচ শেষেও গ্যালারিতে স্লোগান দিচ্ছিলেন সমর্থকেরা। ফুটবলারদের প্রতিবাদের বিষয়টি তিনি জানতেন না বলে জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ বিনো জর্জ। খেলা শেষে তিনি বলেন, ফুটবলারেরা যে এ ভাবে প্রতিবাদ করবে সেটা আমি জানতাম না। আমার সঙ্গে ওদের কথা হয়নি। তবে সারা দেশই তো বিচার চাইছে। আমিও চাই।

মেসিকে ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলবে আর্জেন্টিনা

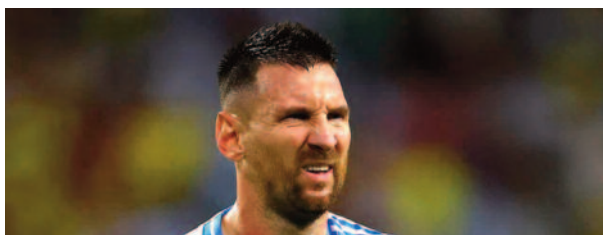

নিজস্ব প্রতিবেদন: অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের পরের দুটি ম্যাচ খেলতে হবে আর্জেন্টিনাকে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা আজ অধিনায়ককে ছাড়াই আগামী মাসের দুটি ম্যাচের দল ঘোষণা করেছে। কোপা আমেরিকার ফাইনালে পাওয়া চোট থেকে মেসি এখনো সেরে না ওঠাতেই এই সিদ্ধান্ত আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ)।

৫ সেপ্টেম্বর বুয়েনস এইরেসে চিলির বিপক্ষে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিজেদের সপ্তম ম্যাচটি খেলবে আর্জেন্টিনা। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা চার দিন পর কলম্বিয়ার মাটিতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে খেলবে অষ্টম ম্যাচটি।

লিওনেল স্কালোনি ঘোষিত ২৮ সদস্যের দলে একদম নতুন মুখ দুজন;ভালেন্তিন কাস্তেয়ানোস ও মাতিয়াস সুলে। ২৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড কাস্তেয়ানোস খেলেন সিরি আ ক্লাব লাৎসিওতে। মাত্রই আরেক ইতালিয়ান ক্লাব রোমায় যোগ দেওয়া ফরোয়ার্ড সুলের বয়স ২১। আর্জেন্টিনার বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন এই ফরোয়ার্ড।

কনমেবল অঞ্চলের বাছাইপর্বে ৬ রাউন্ড শেষে আর্জেন্টিনাই শীর্ষে আছে। ৬ ম্যাচে দলটির পয়েন্ট ১৫। সমান ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে উরুগুয়ে আছে দুইয়ে। কনমেবল অঞ্চলের ১০টি দল ডাবল লিগ পদ্ধতির বাছাইপর্বে অংশ নিচ্ছে। প্রতিটি দল খেলবে ১৮টি করে ম্যাচ। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ ছয় দল সরাসরি খেলবে ২০২৬ বিশ্বকাপে। সপ্তম দলটিরও সুযোগ থাকবে প্লে-অফ পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনের বিশ্বকাপের টিকিট কাটার।

আর্জেন্টিনা দল

গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, ওয়াল্টার বেনিতেজ, জেরেনিমো রুলি, হুয়ান মুসো।

ডিফেন্ডার: গঞ্জালো মন্তিয়েল, নাহুয়েল মলিনা, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, হেরমান পেসেলা, লিওনার্দো বালেরদি, নিকোলাস ওতামেন্দি, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, নিকোলাস তালিয়াফিকো, ভালেন্তিন বার্কো।

মিডফিল্ডার: লিয়ান্দ্রো পারেদেস, গুইদো রদ্রিগেস, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ, জিওভানি লো সেলসো, এজেকিয়েল ফার্নান্দেজ, রদ্রিগো দি পল।

ফরোয়ার্ড: নিকোলাস গঞ্জালেজ, আলেহান্দ্রো গারনাচো, মাতিয়াস সুলে, জিউলিয়ানো সিমোনে, ভালেন্তিন কার্বনি, হুলিয়ান আলভারেজ, লাউতারো মার্তিনেজ, ভালেন্তিন কাস্তেয়ানোস।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**